মহাশ্বেতা।

শ্রীযুক্ত মণিমহন সরকারের

প্রণীত।

কলিকাতা।

নিউ প্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তকের মূল্য পাঠকগণের প্রতি ॥০ কিম্বা ... প্রতি ।৵

... মহাশয়েরা মূল্য পাঠাইলে উক্ত মুদ্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ। এবং যাহারা ৺আশুতোষ দেব ভবনে অভিনয় করিয়াছিলেন।

রাজা	বাবু অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পুণ্ডরীক	বাবু মহেন্দ্র নাথ মজুমদার
কপিঞ্জল	গ্রন্থকার
চন্দ্র দূত	* * *
কঞ্চুকি	বাবু শীবচন্দ্র সিংহ
মন্ত্রী	বাবু মহেন্দ্র নাথ মজুমদার
মহাশ্বেতা	বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ
কাদম্বরী	বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষ
তরলিকা	বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ
রাণী	বাবু ভুবন মোহন ঘোষ
ছত্রধারিণী	বাবু মহেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায়
নটী	বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ
দূত মহাদেবী	
কিন্নর মিথুন	

ভূমিকা।

মহাশ্বেতা নাটকং

যে মহোদয়গণ ৺ তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত "কাদম্বরী,, উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ কি প্রকার সুরস ও সুশ্রাব্য বাক্য পরিপূরিত, অধিক কি কহিব, কাদম্বরী গ্রন্থ পদ্মের স্বরূপ. তাহার পত্র সকল পল্লবের ন্যায়, রচনাবলি তাহার কেশর, অনুপ্রাস নিচয় তাহার গন্ধ, এবং ভাব তাহার মধু। যিনি একবার তাহার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহার মন মধুকর সে অবধিই মধু গন্ধে অন্ধ হইয়া উক্ত পল্লব নিচয় মধ্যে আবদ্ধ হওত নিয়তই উক্ত পঙ্কজে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার মধ্যে "মহাশ্বেতা,, উপাখ্যান অতিশয় চমৎকার। একদা আমি কতিপয় বন্ধু সমক্ষে উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে ছিলাম, তাঁহারা একরূপ বিমোহিত হইয়া ছিলেন যে সকলেই এই "মহাশ্বেতা,, উপাখ্যানকে নাটক স্বরূপ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমিও দেখিলাম যে স্বচ্ছ পাঠ করিলে প্রত্যক্ষানুভুতের ন্যায় জ্ঞান হয়, না জানি ইহার নাটক প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিলে দর্শক ও শ্রোতাদিগের মনকে কত আমোদিত

করিবে। কাদম্বরী গ্রন্থকার ও কোন কোন বান্ধবের অনুরোধ ক্রমে অনেক স্থানে ঐ পুস্তকের অবিকল সঙ্কলন করা হইয়াছে।

নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের প্রযত্নে তাঁহাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙ্গস্থলে দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন।

হে গ্রাহক মহোদয়গণ! এই গ্রন্থ ছাপা হইতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ছিল সেই নিমিত্ত অনেক বিলম্ব হইয়াছে, অতএব সেই অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

মহাশ্বেতার সহিত পুণ্ডরীকের পুনঃ মিলন ও চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর প্রণয় আর এক খণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছে ছাপা হইতেছে, অবিলম্বে প্রকাশ হইবে।

হে মহোদয়গণ! পরিশেষে এই নিবেদন যে এই আমার প্রথম উদ্যম, যদি ইহা পাঠে আহ্লাদ প্রকাশ করেন তবে অন্যান্য যাহা প্রস্তুত করিয়াছি প্রকাশে যত্নশীল হইব।

শ্রীমণি মোহন সরকার।

মহাশ্বেতা।

[illegible]

সূত্রধারের নাট্যশালা প্রবেশ।

সূত্র। (স্বগত) আহা! এই রঙ্গ স্থল কি শোভাকর হইয়াছে, অদ্য আমাদিগের জীবন, মন ও নয়নের কলুষ বিমোচন এবং আবির্ভাবের সফলতা হইল, কেন-না যে সকল মহোদয় মহাশয়দিগকে অসংখ্য আরাধনার দ্বারা, একত্রীভূত করা অতি দুর্ঘট; সেই মহাত্মা সকলে স্বতঃ কৃপার্দ্রিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করত এই রঙ্গ ভূমিতে আমাদিগের যৎসামান্য অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত চরিতার্থ হইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতে অশক্ত! এই সকল মহাশয় গুণগ্রাহক, ভাবজ্ঞ, ও সুরসিক ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদিও সর্ব্বতো ভাবে আমাদিগের উপস্থিত ক্রীড়া দ্বারা এই সকল মহাত্মার মনোরঞ্জন করণের ভরসা করি না, তথাচ এহাঁদিগের পরিতুষ্ট জন্য আমরা স্বীয়

স্বীয় সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত শ্রম করিতে ত্রুটি করিব না, এই ক্রীড়াবশানে দর্শকমহাশয় দিগে কু সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ পাইবেক, কিন্তু আমরা দর্শক মহাশয় দিগকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই পরিতোষের ফল প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমরা অগ্রে অদ্যকার যামিনীকে যোড় করে যথোচিত সম্মান প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করত তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগের প্রতি এই প্রকার কৃপান্বিতা থাকিয়া এই রূপ মহৎ সংসর্গে আমাদিগকে লিপ্ত রাখুন। অধুনা আমাদিগের আত্মীয়বর শ্রীযুক্ত মণি-মোহন সরকারের প্রযত্নে এবং বিবিধ পরিশ্রমে "মহাশ্বেতা,, নাম্নি যে অভিনব শোক সূচক নাটক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দর্শাইবার অভিপ্রায় স্থির করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রিয়াকে অত্র আহ্বান করি, পরে তাঁহার ইচ্ছা-নুসারে যথাকর্ত্তব্য করা যাইবেক। (নেপথ্যমুখে)

(রাগিণী বেহাগ তাল আড়খেমটা।)

কোথা তুমি বিনোদিনী দেহ আসি দরশন।
তব মুখ না হেরিয়ে জ্বলে হৃদে হুতাশন॥
তোমার বিচ্ছেদে ধনী, পলকে প্রমাদ গনি,
না শুনে মধুর ধ্বনি, আঁখি করে বরিষণ॥

নটীর প্রবেশ॥

(রাগিণী আলেয়া তাল আড়খেমটা।)

নটী। ওহে প্রাণনাথ কেন এত ডাকিছ আমায়। ঘুমে অঙ্গ ভারি, চলতে নারি, শয্যা ত্যজে উঠা দায়। রমণী রঞ্জন, রসিক সুজন, আহামরি কি অমীয় বচন, শুনে তৃপ্ত মন, কর অনুমতি, আমা প্রতি কি আছে হে অভিপ্রায়॥

সূত্র। মরি মরি শুনাইলে কি মধুর ধ্বনি।
হেন ধ্বনি কার কাছে শিখিয়াছ ধনী॥
শুনিয়া তোমার ধ্বনি পিক করে গান।
সে রব তোমার স্থানে বজ্রের সমান॥
কোকিলের মিষ্টস্বর বলে সেই জন।
যেজন না শুনিয়াছে তোমার বচন॥
তব মধুস্বরে পিক করি মনে দ্বেষ।
অঙ্গে মসি মাখি করে অরণ্যে প্রবেশ॥
তথাপি না হয় তার বিষাদ মোচন।
কান্দিয়া কান্দিয়া হল লোহিত লোচন॥
তব গুণ কহিতে কে পারে ত্রিভুবনে।
বিধাতা সৃজিল অলি তাহারি কারণে॥
যে হেতু অপরে করে ষড় রস পান।
তাহারা তোমার গুণ কি করিবে গান॥

একারণে মধু পান করি মধুকরে ।
গুণ গুণ স্বরে তব গুণ গান করে ॥
শরতের পূর্ণ শশি হয়ে প্রকাশিত ।
তোমার বদন হেরি সে হয় লজ্জিত ॥
বিষাদ ভাবিয়া মনে কুমুদিনী নাথ ।
পুনঃ পুনঃ হৃদি পরে করে করাঘাত ॥
সেই করাঘাতে হৃদি কৃষ্ণবর্ণ হয় ।
যাহারে কলঙ্ক বলে সর্ব্ব লোকে কয় ॥
আঁখি হেরি ইন্দিবর সলিলে লুকায় ।
হরিণী খঞ্জন আজি আছে বা কোথায় ॥
কি দিব তুলনা তব ভুরূর সহিত ।
কুসুম ধনুর ধনু আছে লুকাইত ॥
অনুপম ধনু তার মহেশের ছিল ।
শ্রীরাম বিবাহ কালে সে ধনু ভাঙ্গিল ॥
নাসিকার সুগঠন হেরিয়া অতুল ।
এক তিল ধৈর্য্য না ধরে তিল ফুল ॥
ওষ্ঠ দেখি বিম্ব ফল শোভা নাহি পায় ।
একারণে পক্ষিগণে ছিন্ন করে তায় ॥
নিরখিয়া অপরূপ দন্তের শোভন ।
কুন্দকলিকারে কেহ না করে গণন ॥
মুক্তা সকলের দশা এই হল শেষ ।
ঝিনুকের মাঝে লাজে করিল প্রবেশ ॥

হেরিয়া রূপের জ্যোতি হয়ে বিষাদিত।
চঞ্চলা হইয়া মেঘে লুকায় তড়িত॥
কুটিল কুন্তল শোভা করি দরশন।
নাগিণ ছলে সে, করয়ে রোদন॥
পদ্মের মৃণাল হারে হেরি ভুজবরে।
করী করে ছিদ্র হবে কি শোভা সে করে॥
পদ্মকরে শোভা করে নবল অঙ্গুলী।
তার কাছে কোথা আছে চম্পকের কলী॥
পয়োধর নিরখিয়া দাড়িম্ব বিদরে।
বিষাদে জন্মিল বীজ শ্রীফল উদরে॥
হেরে কটি কোটি কোটি নমস্কার করি।
লজ্জা পেয়ে বনবাসি হইল কেশরী॥
রম্ভাতরু মানি ভঙ্গ হেরি উরুদেশ।
মনোদুঃখে অধোমুখে রহিলেক শেষ॥
ক্ষিতি মাঝে তব খ্যাতি হইল বিস্তার।
চঞ্চল হইল চিত্ত রসিক সভার॥
সেই হেতু এই স্থানে সবে অধিষ্ঠান।
তোমার উচিত হয় রাখিতে সম্মান॥
তব কান্তি নিরখিয়া হয়ে চমকিত।
হইল সবার আঁখি নি[illegible]ক রহিত॥
কাষ্ঠের পুতলি প্রায় দেখিতে যে পাই।
অবাক হইল সবে মুখে বাক্য নাই॥

সকলের মনে আছে এই আকিঞ্চন।
করিবে তোমার স্থানে সংগীত শ্রবণ॥
তাহাতে হইবে তৃপ্ত সবার অন্তর।
জুড়াবে নয়ন মন শ্রবণ কুহর॥
অতএব সরলতা করিয়া প্রচার।
আশা পূর্ণ কর তূর্ণ রসিক সভার॥
বারে বারে আমি আর কি দিব মন্ত্রণা।
তুমিত রসিকা নারী কর বিবেচনা॥
নটী। কি বলিলে রসরাজ শুনে হাসি পায়।
সংগীত করিতে বল এমন সভায়॥
একেত অবলা নারী লজ্জার আধিনী।
কি বুঝে আমায় বল হইতে স্বাধিনী॥
সংগীতের রীতি নীতি সামান্যত নয়।
লজ্জার অধিনী হলে এ কার্য্য না হয়॥
বিশেষ লজ্জার বস নারী নিরন্তর।
জেনে কি জান না তাহা ওহে নটবর?॥
নিরাকার বস্তু যেই তাহারে সাকার।
করিব এমন সাধ্য আছে কি আমার॥
বিশেষ সংগীত বিদ্যা সমুদ্র সমান।
যাতে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব আর ভগবান॥
নারদাদি যোগ্য নহে যে বিদ্যা প্রচারে।
তাহা কি নারীর সাধ্য প্রকাশিতে পারে॥

পশু পক্ষি মুগ্ধ হয় সংগীত কারণ।
ভুজঙ্গ ভুলিয়া রয় না করে দংশন॥
ভুবন দাহন শক্তি ধরয়ে অনল।
তাহারে গানের গুণে করে সুশীতল॥
উত্তম গায়কে যদি কভু করে গান।
বেগবতী নদী বহে সঘনে উজান॥
বিশ্ব প্রিয় অদ্বিতীয় সংগীত বিষয়।
পাষাণ গলিয়া যায় হয় দ্রবময়॥
হরষিত করে চিত সংগীতের রীত।
অঙ্গ ভঙ্গ হলে কিন্তু হয় বিপরীত॥
এ নহে সামান্য সভা দেখে লাগে ভয়।
এস্থানে সংগীত করা ভরসা না হয়॥
তুমি হে সুধীর অতি আছে রসবোধ।
তবে কেন কর হেন কার্য্যে অনুরোধ॥

সুত্র। সত্য বটে রসবতী, বুঝিতে গীতের গতি,
অবলার শক্তি নাহি হয়।
কামিনী অধিনী বটে, গীত বিদ্যা নাহি ঘটে
এবিষয়ে নাহিক সংশয়॥
তুমি যে দৈবের বশে, সুপণ্ডিতা সর্ব্বরসে,
তব তুল্য নারী নাহি পাই।
তুমি যদি গাও গীত, সবে হবে হরষিত,
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই॥

অতএব প্রাণ প্রিয়া, সরলতা প্রকাশিয়া,
সংগীত বিষয়ে দেহ মন।
মিছা ছল পরিহর, আপনার গুণে কর,
সকলের মানস রঞ্জন ॥

নটী। তব মনে যে আশয়, বুঝিলাম রসময়,
নিতান্ত করিতে হবে গান।
সে কথা করিব রক্ষে, যদি এ অধিনী পক্ষে,
তুমি নাথ থাক কৃপাবান ॥
আপনি হে গুণাকর, সাহায্য করিলে পর,
হইবে না তাহে কোন দোষ।
নানা ছন্দে করি গান, শুনে সুর রাগ তান,
গুণিগণে হইবে সন্তোষ ॥
অতএব আমা প্রতি, কর নাথ অনুমতি,
প্রকাশিব কোন উপাখ্যান।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সংগীত প্রকাশ করি,
সরস্বতী করিয়া স্মরণ ॥

সূত্র। বাসনা আমার মনে ওল প্রাণেশ্বরী।
মহাশ্বেতা উপাখ্যানে সবে তৃপ্ত করি ॥
প্রাণ সমা প্রিয়তমা তুমি রসময়ী।
কে আছে সাহায্য করে বল তোমা বই ॥
স্বামির স্বামিনী বিনা আছে কোন জন।
সুখে দুঃখে সর্ব্ব কাজে তুষ্ট রাখে মন ॥

মহাশ্বেতা।

যে বিদ্যা শিখেছ প্রিয়ে পরম যতনে।
সে বিদ্যা প্রকাশ কর অকপট মনে॥
যাহারা সর্ব্বদা করে গুণের বিচার।
হেন গুণী চারিদিক বেষ্টিত তোমার॥
এমন সভায় গুণ করিয়া প্রচার।
পণ রক্ষা কর মান রাখহ আমার॥
শিশির বসন্ত ঋতু তাহে মধু মাস।
এ সময়ে মুক্ত কর মনের উল্লাস॥
সুরাসুর নর আর পশু পক্ষিগণে॥
মধুর বসন্তে সুখী করে সর্ব্বজনে।
অতএব নাচ আর গাইয়া মোহন।
আশু কর সকলের মানস রঞ্জন॥

(রাগিণী খাম্বাজ তাল পোস্ত।)

যদি নৃত্য গীতে তুষ্ট করা হইল নিশ্চয়।
তবে সখা কাল হরণে নাহি কিছু ফলোদয়॥
আমি হে অবলা নারী, একাকী কেমনে পারি,
আমারে দেহ আশ্রয়॥

(রাগিণী ঝিঝিট তাল আড়া ঠেকা।)

প্রিয়ে আমারে সহায় হতে বল কেন আর।
বিধুমুখি অসাধ্য কি আছে গো তোমার॥
মুখে জিনে শশধরে, আঁখি নিন্দে ইন্দীবরে,
স্বরে হারে পিকবরে, কর না বিচার।

স্বর্ণ জয়ী অঙ্গ আভা, কত সৌদামিনী প্রভা,
হেরিলে হাসির শোভা, ধৈর্য্য ধরা ভার ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

মহাশ্বেতা।

প্রথম অঙ্ক॥

অরণ্য অচ্ছোদ সরসী তীর।

মহাশ্বেতা, দেবী গৌরী, তরলিকা ও
ছত্রধারিণীর প্রবেশ॥

ছত্র। (অগ্রে পথ দেখাইয়া) দেবি! এই পথ দিয়া আগমন করুন, ঐ অনতি-দূরে অচ্ছোদ সরসী দৃষ্টিগোচর হইতেছে॥

দেবী। বৎসে মহাশ্বেতে! তুমি ছত্রধারিণীর সমীপ-বর্ত্তিনী হও, আতপতাপে তোমার মুখশশী মলিন হইতেছে॥

তর। দেবি! দেখ দেখ,

গগণেতে দিবাকর খরকর ধরি।
এসময়ে হইয়াছে সকলের অরি॥
কিন্তু দেখ সজনীর বদন কমল।
এমন প্রতাপে তবু রসে টল টল॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তাহে বহে অনুক্ষণ।
উথলিয়া মধু যেন হয় নিঃসরণ॥

নয়নের তারা যত হতেছে চালনা।
মধুকর সম মনে করি বিবেচনা॥
কাননের অলিকুল হয়ে উপস্থিত।
পদ্ম জ্ঞানে মধু পানে সকলে মোহিত॥

বী। বৎসে তরলিকে! সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত প্রিয়জনকে যে কোন অবস্থাতেও সতত দেখিতে পাইলেই আনন্দ জন্মে॥

া। (স্বগত) আহা! এ অরণ্য কি সুশোভন, ইচ্ছা করে নিয়তই এইস্থানে বাস করি। (জননীর প্রতি) জননি আমি এই রমণীয় স্থানে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রমণ করি, আপনি গমন করুন, অনতি-বিলম্বেই আপনার সহিত মিলিত হইব॥

বী। বৎসে! এই জনশূন্য স্থানে অধিক ক্ষণ থাকা বিধেয় নহে।

এই বন রমণীর রমণীয় বটে।
কিন্তু মনে শঙ্কা হয় বিঘ্ন পাছে ঘটে॥
একেত বিজন বন অতি ভয়ঙ্কর।
ভ্রমণ করিছে তাহে কত বনচর॥
একাকী তোমারে বাছা রাখি এই বনে।
জননী হইয়ে আমি যাইব কেমনে॥
তোমার নিকটে রাখি ছত্রধারিণীরে।
বলে কয়ে অগ্রে আমি যাই ধিরে ধিরে॥

ছত্রধারিণি তুমি মহাশ্বেতার সমীপে থাকিও ॥

মহা। জননি! ছত্রধারিণীর এস্থলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, প্রিয় সখী তরলিকা আমার সমীপে রহিলেন।

গৌরী। বৎসে! একে তুমি যুবতী কামিনী, তাহে একাকিনী, কানন মধ্যে থাকা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, অতএব শীঘ্র গমন করিও।

মহা। তাহাতে আশঙ্কা কি? আমরাত অধিক দূরে গমন করিব না। ছত্রধারিণী এস্থলে থাকিলে আপনার ক্লেশ মাত্র হইবে ॥

দেবী। তবে বাছা! আমি ছত্র ধারিণীকে প্রেরণ করিলেই গৃহে গমন করিও। (দেবী ও ছত্রধারিণীর প্রস্থান।)

তর। প্রচণ্ড তপনে লক্ষ, করি যত পশু পক্ষ,
নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন বয়।
করিবারে জল পান, না পাইয়া হেন স্থান,
সকলের জীবন সংশয় ॥
স্নিগ্ধ হইবার আশে, বৃক্ষের ছায়ায় আসে,
করিতে পিপাসা নিবারণ।
নীরব হইয়া সব, আছে যেন হয়ে শব,
প্রিয় সখি কর দরশন ॥

মহা। দেখলো সজনি ঐ আম্র বৃক্ষ তলে।
কেমন কুরঙ্গদ্বয় আছে কুতহলে ॥

এস সখি ঐ দিগে করিব গমন।
মাধবীলতার কুঞ্জ দেখিব কেমন॥

(কিঞ্চিদ্দূর গমন করত আশ্চর্য্য হইয়া।) আহা! কি সুরভি পরিমল আঘ্রাণ করিলাম, নাসিকা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইল। মন যে একেবারেই পুলকিত হইল, এই পরিমল কোথা হইতে আগমন করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করি। তরলিকে। জননী কোথায় এক বার দেখিয়া আইস! ইত্যবসরে আমিও এই অপরূপ সৌগন্ধের অনুসন্ধান লইয়া আসি।

তর। সখি! তবে এস্থান হইতে অধিকদূরে গমন করিও না।

(তরলিকার প্রস্থান।)

মহা। আঘ্রাণে মধুর গন্ধ একে দেখি আর।
মন প্রাণ বুদ্ধি বল হরিল আমার॥
এমন কি ফুল আছে কানন ভিতরে।
ঘ্রাণেতে প্রাণীর মন বিমোহিত করে॥

পুণ্ডরীক ও কপিঞ্জলের প্রবেশ।

(মহাশ্বেতা তাহাদিগকে দেখিয়া।) অহো! এই তরুণ-বয়স্ক পুরুষদ্বয় কোথা হইতে আসিতেছেন? আহা! ইঁহাদিগের কি অপরূপ রূপ লাবণ্য॥

কিবা অপরূপ এই ঋষি দুই জন।
উভয়েরি সমরূপ সমান গঠন॥
ইহাদের সুকোমল কান্তি বিলোকনে।
নয়ন না চায় আর অন্য দরশনে॥
করিল সহজে তাহে মনে আকর্ষণ।
একাচক্ষে রক্ষে নাই সহকারী মন॥
উভয়ের তাড়নাতে হয়েছি অস্থির।
থর থর করে হৃদ অধর শরীর॥
যেন কাম স্বীয় মিত্র বসন্ত সহিত।
ক্রোধান্ধ হরের মন করিতে মোহিত॥
সুকুমার ঋষি বেশ করিয়া ধারণ।
কৈলাস শিখর ধামে করিছে গমন॥
কর্ণমুলে পুষ্প গুচ্ছ কিবা সুশোভন।
এর গন্ধে আমোদিত করেছে কি বন॥
অগ্রেতে আসিছে যেই তাপস তনয়।
রূপ দেখে বোধ হয় তাপস ত নয়॥
শত দল শশধর করিয়া নির্ম্মাণ।
মুখ নির্ম্মাইতে শিখি বিধাতা ধীমান॥
দেখাতে কৌশল স্বীয় হেন অনুমানি।
সুযতনে গঠিলেন এই মুখ খানি॥
রম্ভাতরু মৃণালের করিয়া সৃজন।
বাহু উরু নির্ম্মাইতে শিখিল বক্ষণ॥

গন্ধর্ব্ব ভুবনে হেন রূপ মেলা ভার।
নয়ন সফল আজি হইল আমার॥

(সচকিত হইয়া) অহো! ক্রমে ক্রমে কুসুম শরের পথবর্ত্তিনী হইলাম যে! কি মুনিকুমারের রূপ সম্পত্তি, কি কন্দর্প, কি যৌবন কাল, কি অনুরাগ, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিতেছে। আমার হৃদয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া যেন কেহ আকর্ষণ করিতেছে। হায়! শান্ত-প্রকৃতি তাপস জনের প্রতি অনুরাগিণী করিয়া দুরাত্মা মন্মথ আমার প্রতি কি বিষদৃশ কর্ম্ম করিল! অঙ্গনা জনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না, তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনি কুমারই বা কোথায়? সামান্য জন সুলভ মদন বিকারই বা কোথায়? বোধ হয়, ইনি আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কতই উপহাস করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! চিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। দুরাত্মা কন্দর্পের কি প্রভাব! উহার প্রভাবে কত শত কন্যা লজ্জা ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং প্রিয়তমের অনুগামিনী হয়! অনঙ্গ যে আমাকেই এরূপ করিতেছে এমত

নহে। কত শত কুলবালাকে এরূপ অপথে পদার্পণ করায়। যাহা হউক মদন-দুশ্চেষ্টিত পরিস্ফুট-রূপে প্রকাশ না হইতে হইতে এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। কি জানি, পাছে ইনি কুপিত হইয়া শাপ দেন। শুনিয়াছি মুনিজনের প্রকৃতি অতিশয় রোষ-পরবশ, সামান্য অপরাধেও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন ও অভিসম্পাত করেন, অতএব আমার আর এখানে থাকা বিধেয় নহে। মুনিজনেরা সকলের পূজনীয় ও নমস্য, তবে আমি প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) হায়! যদি গমনই করিলাম তবে একবার এই পুরুষরত্নের মুখাবলোকন করি, আরত দেখিতে পাইব না অনিমিষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া) অহো! মুনি কুমারকেও যে মদাসক্ত-চিত্ত দেখিতেছি, দুরাত্মা কন্দর্প শুদ্ধ আমাকেই তাঁহার শরের শরব্য করেন নাই।

কামিনী দেখিয়া বলে, ফুল শর শরাসনে,
তীক্ষ্ণ শর করিয়া সন্ধান।
সদর্পেতে সেই শর, হানিল নির্দ্দয় স্মর,
অবলার বধিতে পরাণ॥
ঋষি রূপি এই জন, হইয়ে দয়ার্দ্র মন,
রক্ষা হেতু আমারে আইল।

প্রমত্ত কন্দর্প করে, পড়ি তার তীক্ষ্ণ শরে,
আহা এঁর এই দশা হল ॥

(রাগিণী বসন্ত-বাহার তাল তিওট।)

হায় কেমনে যাই ইহারে হেরে ?।
রূপে মোহিত গো করেছে মোরে ॥
কিবে সুন্দর রূপ, রসকূপ, হেরে স্মর লাজে মরে।
আঁখি ঠারিয়ে হরিল মম মন,
সমর্পিয়ে মন প্রাণ, করি কেমনে গমন,
মনো সাধে হেরে ঐ মুখচাঁদে অচল হল চরণ,
জীবন যৌবন ধন প্রাণ সঁপি উহারে ॥

জানিতে হইল কেবা এই ঋষি জন।
পর উপকারে আসি হইল এমন ॥
কোন কালে এই জন পরিচিত নয়।
তথাপি কহিতে কথা ইচ্ছা কেন হয় ॥

অতঃপর আর কি করি ! এই দ্বিতীয় ঋষিকুমার-কেই ইহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। (সমীপস্থ হইয়া) ভগবন্ ! ইহাঁর নাম কি ? ইনি কোন তপোধনের পুত্র ? ইহার কর্ণে যে কুসুমমঞ্জরী দেখিতেছি উহা কোন তরুর সম্পত্তি ? আহা ! উহার কি সৌরভ ! আমি কখন এমন সৌরভ আঘ্রাণ করি নাই।

কপি। কি কারণে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে ধনী।
কি লাভ হইবে বল তব ইহা শুনি? ॥
বাসনা হয়েছে যদি করিতে শ্রবণ।
তব প্রীতি হেতু ধনি করিব বর্ণন॥

বরাননে! শ্বেতকেতু নামে মহা-তপা মহর্ষি দিব্যলোকে বাস করেন, তাঁহার রূপ জগৎ বিখ্যাত, তিনি একদা দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কমল কুসুম তুলিতে মন্দাকিনী প্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কমলাসনা-লক্ষ্মী তাঁহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মদন-বাণে আহত হন। তথায় পরস্পর সমাগমে এক কুমার জন্মে "ইনি তোমার পুত্র হইলেন, গ্রহণ কর" বলিয়া লক্ষ্মী শ্বেতকেতুকে সেই পুত্র-সন্তান প্রদান করেন। মহর্ষি পুত্রের সমুদয় সংস্কার সম্পন্ন করিয়া পুণ্ডরীকে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া "পুণ্ডরীক" নাম রাখেন। যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইনি সেই পুণ্ডরীক, পূর্ব্বে অসুর ও সুরগণ যখন ক্ষীরসাগর মন্থন করেন, তৎকালে পারিজাত বৃক্ষ উদ্গত হয়, এই কুসুম-মঞ্জরী সেই পারিজাত বৃক্ষের "সম্পত্তি"। ইহা যে রূপে ইহাঁর শ্রবণগত হইল তাহা শ্রবণ কর। অদ্য চতুর্দ্দশী, ইনি ও আমি ভগবান্ ভবানীপতির অর্চ্চনার নিমিত্ত নন্দন-

বনের নিকট দিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে আসিতেছিলাম, পথি মধ্যে নন্দন-বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এই পারিজাত কুসুম-মঞ্জরী হস্তে লইয়া আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রণাম করিয়া ইহাঁকে বিনীত বচনে কহিলেন, " ভগবন্! আপনকার যে রূপ আকৃতি, তাহার সদৃশ এই অলঙ্কার আপনি, এই কুসুম মঞ্জরীকে শ্রবণ মণ্ডলে স্থান দান করিলে আমি চরিতার্থ হই। " বনদেবতার কথায় ইনি অনাদর করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার হস্ত হইতে মঞ্জরী লইয়া কহিলাম ' সখে! দোষ কি, বন-দেবতার প্রণয় পরিগ্রহ করা উচিত " এই বলিয়া ইহাঁর কর্ণে সমর্পণ করিলাম।

পুণ্ড। কেন বিনোদিনি, দ্বিরদ গামিনি,
বল লো কিসের তরে।
কোথা মম ধাম, কিম্বা মম নাম,
জিজ্ঞাসিছ বন্ধুবরে? ॥
কুসুম মঞ্জরী, লইতে সুন্দরী,
যদি হয়ে থাকে মন।
পরিতুষ্ট মনে, তোমার শ্রবণে,
করি দিলো আভরণ ॥

(বলিয়া কর্ণে পরাইয়া দিলেন।)

(এই সময়ে অক্ষমালা কমণ্ডলু হইতে পতিত হইল মহাশ্বেতা ধারণ করিয়া গলে পরিলেন।)

(পুণ্ডরীক আশ্চর্য্য হইয়া) অহো! কি স্পর্শ সুখানুভব করিলাম।

সুকোমল গণ্ড-স্থল, স্পর্শ মাত্রে অবিকল,
জ্ঞান হয় নবনী সমান।
কিবা গুণ জানে ধনী, স্পর্শমাত্রে মম পাণি,
একেবারে হরিয়াছে জ্ঞান॥

(ছত্রধারিণীর প্রবেশ।)

ছত্র। ভর্ত্তৃদারিকে! দেবী তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, কহিলেন ক্রমে দিনমণি গগণমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইল, অতএব এসময়ে আর ভ্রমণের প্রয়োজন নাই, চল গৃহে গমন করি।

(রাগিণী ললিত তাল আড়াঠেকা।)

মহা। এজনে হায়, রাখিয়ে হেথায়,
কেমনে করি গমন।
দিয়ে পদে, মন সাধে,
উপহার প্রাণ মন॥
আসিয়ে সরসীকূলে, বসিয়ে পঙ্কজ কুলে,
রূপেতে রহিনু ভুলে, নাহি হল মধু পান॥

কপি। (পুণ্ডরীককে অন্যমনা দেখিয়া) সখে একি! তোমার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হইল কেন? ক্ষুদ্র

অনেরাই অপথে পদার্পণ করে, মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারে না। তুমিও কি ইতর জনের ন্যায় জঘন্য কর্ম্মে অনুরক্ত হইবে? তোমার আজি অভূতপূর্ব্ব এরূপ ইন্দ্রিয় বিকার কেন হইল? ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি তোমার স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সকল কোথায় গেল? কুলক্রমাগত ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়-বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তপস্যায় অভিনিবেশ, শাস্ত্রের আলোচনা, যৌবনের শাসন, মনের বশীকরণ, সমুদায় একেবারে বিস্মৃত হইলে? তোমার বুদ্ধি কি এই রূপে পরিণত হইল? ধর্ম্ম শাস্ত্রাভ্যাসের কি এই গুণ দর্শাইল? গুরুজনের উপদেশের কি এই উপকার হইল? এত দিনে বুঝিলাম বিবেকশক্তি ও নীতি শিক্ষা নিষ্ফল! জ্ঞানাভ্যাস ও সদুপদেশের কোন ফল নাই! জিতেন্দ্রিয়তা কেবল কথা মাত্র! যে হেতুক ভবাদৃশ ব্যক্তিকে ও অনুরাগে কলুষিত ও অজ্ঞানে অভিভূত দেখিতেছি। তোমার অক্ষমালা কোথায়? উহা যে তোমার করতল হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে তাহা কি দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য্য, একেবারে চৈতন্যশূন্য হইয়াছ!

ঐ যে অনার্য্যা বালা, হরি তব অক্ষমালা,
সঘনেতে করিছে পয়ান।
হরণ করিতে মন, ইচ্ছা আছে বিলক্ষণ,
এই বেলা হও সাবধান॥

পুণ্ড। কেন হে আমারে ভাবিছ হেন।
আমি হে এ দোষ ক্ষমিব কেন?॥
আমার প্রাণের যে অক্ষ-মালা।
কেমনে সে ধনে হরিল বালা॥
হাত হতে বুঝি পড়িল যখন।
রমণী অমনি লইল তখন॥
(সচেতন হইয়া) অহো! আমি আর অপেক্ষা করি কেন? বিলম্ব আর কোন মতেই শ্রেয় নহে।

(মহাশ্বেতাভিমুখে গমন করত।)

ভয় পরিহরি, কেমনে সুন্দরি,
হরিলে আমার মালা।
সে মালা না দিয়ে, বঞ্চনা করিয়ে,
যাইতে নারিবে বালা॥

(হস্ত দিয়া অবরোধ।)

মহা। (স্বগত) পাইলাম অক্ষমালা আহ্লাদিত মনে।
পরিলাম গলদেশে অতি সুযতনে॥
প্রিয়জন চিহ্ন বলি রাখিলাম গলে।
সান্ত্বনা করিত মনে উচাটন হলে॥

সান্ত্বনা করিব যারে সেই গেছে চুরি।
সান্ত্বনার দ্রব্য রেখে এবে কিবা করি ! ॥

(অক্ষমালা ভ্রমে একাবলি-মালা প্রদান করিয়া ছত্রধারিণীর সহিত প্রস্থান)

পুণ্ড। (তাহাই ধারণ করিয়া) হা ধিক ! হা ধিক ! হায় আমি কি হইলাম ! আমার মন কেন অসদ্দিকে ধাবিত হইতেছে ? (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝিয়াছি ! দুরাত্মা কন্দর্পই ইহার কারণ !

নির্দ্দোষি তপস্বিজনে ওহে ফুল শর।
কি দোষে নিশিত শর হান নিরন্তর॥
কলেবর জর্জ্জর হল তব বাণে।
ঋষি দেখে দয়া কি হে নাহি হয় প্রাণে ? ॥

(রাগিণী খাম্বাজ,—তাল খাড় খেমটা।)

কোথায় ওলো ধনি ছলে অদর্শন।
কটাক্ষের শর হানি হরে লয়ে মন॥
ছলে লয়ে মম হার, গলে দিলে প্রেমহার,
শেষে করি পরিহার, করিলে গমন॥

(কপিঞ্জল কিঞ্চিৎ দূরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন)

(তরলিকার প্রবেশ।)

তর। (এক দিকে) প্রিয় সখি বুঝি এই মুহূর্ত্তে গমন করিলেন, তবে আমিও গমন করি। (পরিক্রমণ করিয়া) না, আমি এই তাপসকুমারকে

জিজ্ঞাসা করি, যদি সজনী কোন বৃক্ষান্তরালে থাকেন। আবার আমি স্ত্রীলোক, জিজ্ঞাসা করিলে পাছে ক্রুদ্ধ হন। আর রাগত হইবারই বা কারণ কি? আমি জিজ্ঞাসা করিব বইত নয়। তবে যাই (সম্মুখে গিয়া) ভগবন্। যদি অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর অধীনীর এক নিবেদন শ্রবণ করেন তাহা হইলে চরিতার্থ হই।

পুণ্ড। অয়ি সুন্দরি! কি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাতে আশঙ্কা করিতেছ কেন? (অন্য দিকে) হাঁ আমার মনোরথ-প্রিয়া সদয়া হইয়া কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। হৃদয়! আশাকে অবলম্বন কর, তোমার অভীষ্ট ফলোন্মুখী হইয়াছে। (তরলিকার প্রতি) কি জিজ্ঞাসা করিবে বল, তাহাতে আশঙ্কা কি?

তর। ভগবন্! আপনি যদি অভয় প্রদান করিলেন, তবে আর বলিতে আশঙ্কা কি? আমি এই বনে আমার অর্দ্ধ-প্রাণা-সঙ্গিনী হারা হইয়াছি। আমার একটি প্রিয়সখী চিত্ত-বিনোদনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন তিনি কোথায় গমন করিলেন, তাঁহার কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না।

পুণ্ড। হা হৃদয়! যাহা মনে করিয়াছিলে তাহা কো-

থাকে, কামি-জনের অন্তঃকরণ আশ্বাসের নাম মাত্র শ্রবণ করিলেই আপন অভীষ্টসিদ্ধ বিবেচনা করে! (বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

তর। ভগবন্! চিন্তাকুলমনা হইলেন যে? আমার প্রিয়সখী কোথায় এই যে অনতিকাল বিলম্বেই এই স্থলে ভ্রমণ করিতেছিলেন?

পুণ্ড। অয়ি মৃগনয়নি! এত উতলা হইতেছ কেন? সে পাষাণ-হৃদয়ার অনিষ্টাশঙ্কা করা বৃথা।

তর। হা ভগবন্! প্রিয় সখীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর বাক্য কহিলেন?

পুণ্ড। আঃ! সেই দুর্ব্বিনীতা ব্রহ্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। জ্ঞান, মন, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সকলি হরণ করিয়াছে, এক্ষণে জীবন মাত্র হরণ করিতে পারিলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

তর। ভগবন্! আমি অতি লজ্জিতা হইলাম, প্রিয় সখী যে অতি সরলহৃদয়া, তিনি কি এমন অপরাধে অপরাধিনী হইবেন?

পুণ্ড। অপরাধিনী নয়, কি প্রকারেই বা বলিব?—হে মন্মথ মোহিনি! এক্ষণে আমায় সত্য করিয়া বল তোমার প্রিয়সখীর নাম কি? এবং তিনি কাহার অপত্য?

তর। ভগবন্! তিনি গন্ধর্ব্বাধিপতি হংসের দুহিতা;

এবং তাঁহার নাম মহাশ্বেতা। তিনি হেমকূট পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বলোকে বাস করেন।

পুণ্ড। (স্বগত) হে হৃদয়! তুমি কি আর অনুরাগের পাত্র প্রাপ্ত হও নাই? অপ্সর-রাজনন্দিনীতে তাপস জনের প্রণয় উৎপাদন শ্রবণ করিয়া লোকেই বা কি বলিবে! হায়! আমি কি করিব, কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না! সে রাজকুমারী, আমার প্রণয়-প্রস্তাব অবজ্ঞা করিলেও করিতে পারে। একে আমি কামিনী-গণের স্বভাব পরীক্ষায় অতি অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার প্রাসাদ-বাসিনী অপ্সর-রাজনন্দিনীতে আসক্তি জন্মিল। হে মীনকেতো! আমাকে হাস্যাস্পদ করিবে এত দিন কি এই স্থির করিয়াছিলে! হায়! কামিনী সম্ভোগরসের রসিক ও প্রণয়-পথের পথিক হওয়া যে মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছি, তথাপি যেন কেহ আমার হৃদয় মধ্যবর্ত্তি হইয়া নিয়তই উৎসাহ প্রদান করিতেছে, (মৌনাবলম্বনে রহিলেন)।

তর। ভগবন্! মৌনাবলম্বন করিলেন যে? আর কথা কহেন না কেন? যদি কোন কথা থাকে অধীনীকে কহিয়া চরিতার্থ করুন।

পুণ্ড। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভদ্রে! তুমি বালিকা বটে, কিন্তু তোমার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে চঞ্চলপ্রকৃতি নও, একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

তর। ভগবন্!

অনুগ্রহ প্রকাশিয়ে কহিবেন যাহা।
প্রাণপণে সাধন করিবে দাসী তাহা॥
ইহাপেক্ষা কি সৌভাগ্য আছে অতঃপর।
আপনার কার্য্যে শুদ্ধ হবে কলেবর।

আপনি বিশ্বাস করিয়া কোন বিষয়ের আদেশ করিলে আমি চির-ক্রীত ও অনুগৃহীত হইব, সন্দেহ নাই।

(পদ্ম-পত্রে একখানি লিপি লিখিয়া তরলিকার হস্তে প্রদান করত।)

পুণ্ড। যখন দেখিবে ধনী সেই বিনোদিনী।
নির্জ্জন স্থানেতে বসি রবে একাকিনী॥
মম এই লিপি তাঁরে করিবে অর্পণ।
দেখো যেন আর নাহি দেখে কোন জন॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

মহাশ্বেতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

অরণ্য-লতা-মণ্ডপ।

(পুণ্ডরীক শিলা তলে শয়ন করত।)

(রাগিণী ঝিঝিট তাল আড়খেমটা।

পুণ্ড। কোথায় প্রেয়সি, আসি দেখা দেহ এজনে।
তোমার বিরহানলে জ্বলিতেছি জীবনে ॥
যে অবধি চন্দ্রানন, করিয়াছি নিরীক্ষণ,
সে অবধি দহে মন, নিবারিব কেমনে ॥

হে গন্ধর্ব্বকুমারি! তুমি কোথায়! তোমার মুখশশি-বিলোকন বিরহে যে আমার এই দশা হইয়াছে, তাহা তোমাকে জানাইতে পারিলাম না, কেবল এইমাত্র দুঃখ রহিল। কন্দর্প যে আমার প্রতি এমত বাদ-সাধিবেন তাহা স্বপ্নেও জানি নাই। হে বামাক্ষি! তুমি অপ্সরকন্যা হইয়া আমার বিরহে দুঃখিত হইলে না, কিন্তু বনবাসি অজ্ঞান বিহঙ্গমব্যূহ ও পশুচয় আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে। হায়!

এইবার নিশ্চয় জানিলাম কামিনীরা নির্জীব-বস্তু অপেক্ষা দয়াহীনা। দেখ এই লতা-মণ্ডপ্-ত আমাকে ছায়া প্রদানে বঞ্চনা করিতেছে না, এই নলিনীপত্রও আমাকে বায়ু প্রদান করিতেছে, শৈবাল-ত আমার শয়নের অনেক সুবিধা বিধান করিতেছে, কেবল তুমিমাত্র আমাকে দগ্ধ করিলে! হায়! জগদীশ্বর আমাকে কেন অন্ধ করেন নাই, তাহা হইলে আমি তোমার রূপ লাবণ্য বিলোকনে বিমোহিত হইতাম না। নয়নই আমার এই দশা করিল, আমি ইহাকেই এই দোষে দোষী করিব। শুদ্ধ যে আমার নয়নকে দোষী করিব এমত নহে, তোমার চক্ষুকেও অপরাধী বলিতে হইবেক, কেমনা তুমি না দেখিতে পাইলেত আমার মন হরণ করিতে পারিতে না। হায়! বিধাতা কামিনীগণের কটাক্ষ শরের কি এত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে স্পর্শও করে না, কথাও কহে না, কেবল দৃষ্টিমাত্রেই অতি গোপনীয় স্থান হইতে মনকে হরণ করে! হে প্রিয়ে! যদি তুমি চাতকের চির-প্রার্থিত জলধরের ন্যায় আমার নয়নপথে একবার দেখা দেও, তবেইত এ বিরহসন্তাপ নির্বাণ করিব, নতুবা এই অনলেই জীবনকে আহুতি প্রদান করিলাম। যদি তো-

যাতে আমার প্রণয় উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল স্মরণের স্থল মাত্র থাকিব, বোধ করি জগদীশ্বর এ জন্মের মতন আমাদের উভয়কে অন্তর করিলেন।

(রাগিণী মল্লার তাল আড়া ঠেকা।)

প্রেম সুখ নাহি হতে মন্মথ বিবাদি হল।
প্রিয়া সনে সুখ আশা না পুরাতে ফুরাইল ॥
নয়নের সুমিলনে, প্রেম হবে দুই জনে,
আশা ছিল মনে মনে, মনেতে বিলীন হল ॥

(অচেতনপ্রায় পড়িয়া রহিলেন।)

(কপিঞ্জলের প্রবেশ।)

কপি। (একদিকে) বন্ধু কি করিতেছেন, একবার বিলোকন করি। বহুক্ষণ পুণ্ডরীকের মুখ বিলোকন বিরহে চিত্ত চঞ্চল হইতেছে। এই বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া গোপনীয়ভাবে দেখি তিনি কি করিতেছেন (দৃষ্টি করিয়া) কৈ প্রিয়, বয়স্যকে যে দেখিতে পাইতেছি না। এই যে অনতিকাল বিলম্বে সেই কামিনীর অসামান্য রূপ লাবণ্য চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যেই কোথায় গেলেন, তাঁহার তদানীন্তন ভাব দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। অনঙ্গের মোহন শরে মুগ্ধ

হইয়া বন্ধু বুঝি সেই কামিনীর অনুগামী হইয়াছেন? অথবা সেই সুন্দরীর গমনের পর চৈতন্যোদয় হওয়াতে লজ্জায় আমাকে মুখ দেখাইতে না পারিয়া বুঝি কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন। কি আমি ভৎর্সনা করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, কিম্বা আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন, চিরকাল দুইজনে একত্রে ছিলাম, কখন বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই, এক্ষণে সেই বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া আমার দেহ দগ্ধ করিতেছে। (চিন্তান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে) বন্ধু আমার সমক্ষে সেইরূপ অধীরতা প্রকাশ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া থাকিবেন। লজ্জায় কে কি না করে? কত লোক লজ্জার হস্তহইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কত অসদুপায় অবলম্বন করে। জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত থাকা হইবেক না, অন্বেষণ করি। (পরিভ্রমণ করিয়া) হায়! ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দন-বীথিকা, লতা-মণ্ডপ, সরোবরের তীর, সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কোথাও যে তাঁহার মুখশশি দেখিতে পাইতেছি না।

কোথায় গমন করিলেন? তবে কি তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হে সখে! হে সখে! অবশেষে তুমি কি এই স্থির করিলে! (ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ডরিককে দেখিয়া)। আ! এই যে লতা-গহনান্তর্বর্ত্তি শিলাতলে শয়ন করিয়া বাম-করে গণ্ডস্থল সংস্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন, একেবারেই যে ভাবান্তর দেখিতেছি, কেননা

মুদ্রিত নয়নদ্বয় বদন মণ্ডলে।
বক্ষঃস্থল ভেসে যায় নয়নের জলে॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস মন্দ বহে নাসিকায়।
স্পন্দন রহিত দেহ পড়িয়ে ধূলায়॥
সুচারু শরীর শোভা পাইয়াছে লয়।
সহসা দেখিলে চিত্র-পট জ্ঞান হয়॥

একপ জ্ঞানশূন্য যে, কল্পপাদপের কুসুমমঞ্জরীর অবশিষ্ট রেণু-গন্ধ লোভে ভ্রমর ঝঙ্কার পূর্ব্বক বারম্বার কর্ণে বসিতেছে, এবং লতা হইতে কুসুম ও কুসুম রেণু গাত্রে পড়িতেছে, তথাপি সংজ্ঞা নাই, কলেবর একপ শীর্ণ ও বিবর্ণ যে সহসা চিনিতে পারা যায় না। হায়! মকর-কেতুর কি প্রভাব, যে ব্যক্তি উহার শর-সন্ধানের পথবর্ত্তি হয় নাই, সেই ধন্য ও নিরুদ্বেগে সং-

সাগ্র-যাত্রা সম্বরণ করিয়া থাকে। একবার উহার বাণ-পাতের সম্মুখবর্ত্তি হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না। কি আশ্চর্য্য ! ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি শৈশব কালাবধি ধীর ও শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। সকলে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইহার স্বভাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত ও গুণের কথা উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিত। আজি কিরূপে বিবেকশক্তি ও তপঃপ্রভাবের পরাভব করিয়া এবং গাম্ভীর্য্যের উন্মূলন ও ধৈর্য্যের সমূলচ্ছেদ করিয়া দগ্ধ মদন এই অসামান্য সৎস্বভাব-সম্পন্ন মহাত্মাকে ইতর জনের ন্যায় অভিভূত ও উন্মত্ত করিল। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক রূপে যৌবনকাল অতিবাহিত করা অতি কঠিন কর্ম্ম। ইঁহার ভাব শাস্ত্রকারদিগের বাক্য সপ্রমাণ করিতেছে। এক্ষণে আর কি করি, দেখি জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তাবৎ বৃত্তান্ত কহিতে পারেন। অথবা জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি প্রয়োজন, আমিত ইহার সকলই জ্ঞাত আছি, তথাচ সন্দেহ নিবারণ করা অতি আবশ্যক, (নিকটে গিয়া উপবেশন করত গাত্রে করার্পণ করিয়া)

সখে! তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? বল আজি তোমার কি ঘটিয়াছে।

পুণ্ড। সখে! তুমি আদ্যোপান্ত-সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অজ্ঞের ন্যায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

কপি। (স্বগত) এক্ষণে উপদেশ দ্বারা ইহার কোন প্রতীকার হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু অপমার্গ-প্রবৃত্ত সুহৃদকে কুপথ হইতে নিবৃত্তি করা সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আরও কিছু উপদেশ দি, (প্রকাশ্যে) সখে! হাঁ আমি সকলই অবগত আছি, কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ, উহা কি সাধু সম্মত? কি ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট পথ? কি তপস্যার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায়? এই বিগর্হিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক, এরূপ সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। মূঢ়েরাই অনঙ্গ পীড়ায় অধীর হয়, নির্ব্বোধেরাই সতত বিবেচনা করিতে পারে না। তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে? সাধু-বিগর্হিত-পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? পরিণাম বিরস বিষয় ভোগে যাহারা সুখ প্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্ম বুদ্ধিতে বিষ-লতা-

বনে তাহাদিগের জল সেখ করা হয়, তাহারা কুবলয়-মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্ত হস্তির দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, ও রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরে। দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যুতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন? সাগরের ন্যায় গম্ভীর স্বভাব হইয়াও উন্মার্গ প্রেস্থিতও উদ্বেল ইন্দ্রিয় স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন? এক্ষণে আমার কথা রাখ, ক্ষোভিত চিত্তকে সংযত কর, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্ত বিকার দূর করিয়া দেও।

পুণ্ড। (হস্ত ধারণ করিয়া) সখে! অধিক কি বলিব, আশীবিষ বিষের ন্যায় বিষম কুসুম শরের শরসন্ধানে পতিত হও নাই, সুখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে, সেই উপদেশের পাত্র। আমার তাহা কিছুই নাই, আমার নিকট হইতে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, বিবেচনা, এ সকল একেবারে অস্তগত হইয়াছে; এ সময় উপদেশের সময় নয়। যাবৎ জীবিত থাকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের প্রতী-

কারের চেষ্টা পাও, আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত ও অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য কর। (কদলি পত্র দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে) হায়! দুরাত্মা দগ্ধ মদনের কিছুই অসাধ্য নাই। কোথায় বা বনবাসি তপস্বী, কোথায় বা বিলাস-রাশি গন্ধর্ব্ব-কুমারী; ইহাদিগের পরস্পরের মনে যে অনুরাগ সঞ্চার হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইবে, এবং মাধবীলতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিবে ইহা কাহার মনে বিশ্বাস ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন তরুলতা প্রভৃতিও উহার শাসনাধীন, দেবতারাও উহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা এই অগাধ গাম্ভীর্য্য সাগরকেও ক্ষণকালের মধ্যে তৃণের ন্যায় অসার ও অপদার্থ করিয়া ফেলি, এক্ষণে কি করি, কোন্ দিগে যাই, কি উপায়ে বান্ধবের প্রাণ রক্ষা হয়। দেখিতেছি সেই কামিনী ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বন্ধু স্বভাবতঃ ধীর, প্রগল্‌ভতা অবলম্বন করিয়া আপনি কদাচ তাহার নিকট যাইতে পারিবেন না। শাস্ত্রকারেরা গর্হিত অকার্য্য দ্বারাও সুহৃদের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, সুতরাং

অতিশয় লজ্জাকর ও মানহানিকর কর্ম্মও আমার পক্ষে পরিগণিত হইল। তবে আর কি করি, তাঁহারই নিকট গিয়া এতাবৎ বৃত্তান্ত কহি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

মহাশ্বেতা।

তৃতীয় অঙ্ক॥

রাজভবনান্তঃপুর।

(মহাশ্বেতা সিংহাসনে বসিয়া)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

হে প্রাণেশ তুমি জ্বালাও কেন এ জনে।
জ্বলি মনাগুণে, মজালে পোড়া নয়নে॥
এখন মরি তাহে ভাবিনে, প্রাণ গেল তোমার
কারণে, স্মর বধে প্রাণে।

হায়! পুণ্ডরীকের মুখপুণ্ডরীক ব্যতিরেকে আর যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? হায়! আমি জাগরিত কি নিদ্রিত, একাকিনী, কি অনেকের নিকটবর্ত্তিনী আছি, সুখের অবস্থা, কি দুঃখের দশা ঘটিয়াছে, উৎকণ্ঠা কি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

হে মদন কি কারণ কর জ্বালাতন।
বিষম বিষের বাণে দহিছে জীবন॥

বীরত্ব প্রকাশ যত অবলার প্রতি।
ঋষিপুত্র কাছে কিন্তু নাহি কর গতি॥
বুঝেছি তাপস দেখে পাইয়াছ ভয়।
হর উপাসক বটে হর সেতো নয়॥
কামিনী বধিলে বল কি লাভ হইবে।
নাতে হতে নারীহত্যা পাপেতে ডুবিবে॥
অবলা সরলা বালা আমি হে মদন।
কিবা অপরাধে মোরে কর জ্বালাতন॥
এত করি মনোদুঃখ কহি বার বার।
দুখিনী দেখিয়া দয়া হলনা তোমার॥
অনঙ্গ ব্যাপার আমি কখন না জানি।
কেবা আছে কার কাছে কব এই বাণী॥
যার তরে এই দশা কোথা সেই জন।
মনোসুখে তীর্থাশ্রমে করিছে ভ্রমণ॥
তপস্যায় বলবান তাপস কুমার।
শাপ ভয়ে কভু নাহি কাছে যাও তাঁর॥
সহায় বিহীনা দীনা আমি কুলবতী।
যত শক্তি প্রকাশিছ দুঃখিনীর প্রতি॥
কুসুম নির্ম্মিত শর বলে সর্ব্বজন।
কোথা তার কোমলতা করিল গমন॥
বজ্রাপেক্ষা সুকঠিন মদনের শর।
দৃষ্টি মাত্রে ভেদ করে বিরহি অন্তর॥

আরত বিরহ জ্বালা প্রাণে নাহি সয়।
এইবার বুঝি যাই শমন আলয়॥

(চমকিত হইয়া) অহো! আমি এ অবস্থায় আছি, অন্যে দেখিলে কি বলিবে? (নেপথ্য দিগে) ছত্রধারিণি! প্রিয়সখী তরলিকা ব্যতিরেকে আর যেন কেহ অত্র আগমন না করে, যদি আইসে অগ্রে আমাকে সংবাদ দিও।

ছত্র। (নেপথ্য হইতে) ভর্ত্তৃদারিকে! তোমার যাদৃশ অভিরুচি হইবে তাহাই করিব।

মহা। আহা! অদ্য অচ্ছোদ-সরসীকূল মহারত্নাধিষ্ঠিত, অমৃত রসাভিষিক্ত, চন্দ্রোদয়ালঙ্কৃত বোধ হইতেছে। হে মলয়-পবন! তুমি অচ্ছোদ-সরসীর নিকট দিয়া গমন করিলে, বল, প্রিয়তম আমার বিরহে কি প্রকার চঞ্চল-চিত্ত হইয়াছেন? অথবা

প্রেমরসে অরসিক, সদা তপে মন।
অনাহারি ফলাহারি ঋষির মতন॥
তীর্থে তীর্থে মহানন্দে করিছে ভ্রমণ।
শঙ্কর পূজিয়া তুষ্ট রাখিয়াছে মন॥

হায়! কেবল

আমি বুদ্ধিহীনা সারু জানি তার প্রেম।
কুল শীল লজ্জা ভয় ক্রমে হারালেম॥

প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল অতঃপর।
তাহাও আহুতি দিতে হয়েছি তৎপর॥

(তরলিকার প্রবেশ।)

তর। (সচকিত হইয়া, এক দিগে) হা! প্রিয়সখীর কান্তি-চন্দ্র বিরহ-রাহু কর্ত্তৃক যে একেবারে গ্রাসিত হইতেছে। আহা! অজ্ঞাত-যৌবনা, প্রণয় কাহাকে বলে তাহাত জ্ঞাত নহেন, সহসা মনোদুঃখ কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন না। যেমন নব-ধৃতা করিণী অঙ্কুশাঘাতে পরিতাক্তা হয়, প্রিয়সখীও সেইরূপ অভূত-পূর্ব্ব স্মরদশাপন্ন হইয়া অপ্রকাশনীয় ক্লেশে ক্লিষ্টা হইতেছেন। নলিনী যেরূপ রবির প্রণয়িনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমার পক্ষপাতিনী, ময়ূরী যেরূপ জলধরের অনুরাগিনী, প্রিয়সখীও সেইরূপ ঋষিকুমারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী হইয়া উন্মাদিনী প্রায় বসিয়া আছেন। যাই, এই সময়ে লিপি প্রদান করিলে কতক সুস্থা হইতে পারিবেন, (সম্মুখে গিয়া) প্রিয়সখি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার এক অপূর্ব্ব সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ কর, তুমি অচ্ছোদ-সরোবর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে আমি অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া তোমার দেখা না পাওয়াতে গৃহ-দিগে আ-

সিবার কালে এক তাপস-কুমারকে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ বিতর্কের পর জিজ্ঞাসা করিলাম, " ভগবন্! এই স্থলে আমার প্রিয়সখী ভ্রমণ করিতেছিলেন আপনি কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন ?,, তিনি " প্রিয়সখী ,, এই কথা শ্রবণ মাত্রেই যেন চির-পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় নিকটে আসিয়া কহিলেন "সুন্দরি ! সেই কামিনী তাঁহার মাতার নিকট গমন করিয়াছেন। ঐ ললনা কাহার অপত্য ? কি নাম এবং কোথায় বাস করেন ?,, আমি এই সকল বিষয়ের আবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এই লিপিখানি অর্পণ করিলেন।

(মহাশ্বেতার হস্তে লিপি প্রদান করিলেন।)

মহা। (উহা বক্ষস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক) হে হৃদয় ! প্রণয়ের প্রথম-চিহ্ন প্রাপ্ত হইলে, এক্ষণে তাহা যত্ন পূর্ব্বক উপযুক্ত স্থানে রক্ষা কর, (তদনন্তর লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন,)

"যেমন মরালদল, তেজিয়া মৃণালদল,
প্রতারিত হয় মুক্তাহারে।
সেইরূপ মম চিত, হইয়াছে প্রতারিত,
মুক্তাময় একাবলী হারে ॥,,

(এক দিকে) হৃদয় ! সুস্থ হও, বুঝি মনোরথ

সফল হইল, (প্রকাশ্যে) তরলিকে! তুমি তাঁ-হাকে কোথায় এবং কিরূপে দেখিলে? তিনি আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়া-ছিলেন? সত্য করিয়া বল, বিলম্ব করিও না। সখি! আজ আমার মন কেন এত চঞ্চল হইতেছে?

তর। (স্বগত) হায়! পথভ্রান্ত পথিকের দিগ্ ভ্রম, মূকের জিহ্বা ছেদ, অসম্বদ্ধভাষির জ্বর-প্রলাপ, নাস্তিকের চার্ব্বাকশাস্ত্র পাঠ, উন্মত্তের সুরা পান যেরূপ ভয়ঙ্কর, এই পত্রিকাও সজনীর পক্ষে সেইরূপ হইল যে! (প্রকাশ্যে) সখি! এত উতলা হইতেছ কেন? আমি দেখিতেছি তোমার ক্রমে ক্রমে শরীরের ও মনের ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছে যে, সখি! একি, তুমি কুলকামি নী, রাজার নন্দিনী, তোমার কিসের অভাব? কিসের দুঃখ? তোমাকে আজি চঞ্চলাপেক্ষা চঞ্চলা দেখিতেছি যে, ইহার কারণ কি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আজন্মকালাবধি তোমার সহিত একত্র অবস্থান, কৈ কখনত আ-মার নিকট কোন কথা গোপন কর নাই, তবে কেন এখন অন্তরের দুঃখ অন্তরঙ্গের নিকট অন্তর রাখিতেছ।

(ছত্রধারিণীর প্রবেশ।)

ছত্র। রাজনন্দিনি! হেমকূট পর্ব্বতের পশ্চিম শিখর হইতে চিত্ররথ-তনয়া কাদম্বরী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি অনুমতি করেন?

মহা। কি! আমার প্রাণাধিক প্রিয়সখী কাদম্বরী আসিয়াছেন!

ছত্র। হাঁ ভর্ত্তৃদারিকে! আপনার অনুমতি হইলেই এই স্থলে আনয়ন করি।

মহা। (তরলিকার প্রতি) তরলিকে! তুমি যাও, অতি সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন কর, আমি তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াও কতক সুস্থা হইতে পারিব।

তর। হাঁ, আমি গিয়া আমাদিগের শৈশবকালের সখীকে আদর করিয়া আনয়ন করি।

(তরলিকা ও ছত্রধারিণীর প্রস্থান।)

মহা। (পারিজাত কুসুমের প্রতি) রে পারিজাত কুসুম! তুই কি আমাকে কেবল জাতনা দিবি বলিয়া স্বীয় সৌরভ বিপিনে বিস্তার করিয়াছিল।

একবার সত্যভামা তোমার কারণ।
ইন্দ্র সহ শ্রীকৃষ্ণের করাইল রণ॥

এইবার শমনের হয়ে অনুচর।
সুধা ঘ্রাণে হরে নিলে আমার অন্তর॥
কেন বা তোমার গন্ধে মোহিত হইয়া।
ঋষিপুত্রে জিজ্ঞাসিনু লজ্জা তেয়াগিয়া॥
স্পর্শিল আমার গাত্রে স্বীয় চারু করে।
প্রকাশিতে নারি, হল যে সুখ অন্তরে॥
শিহরিল অঙ্গ মম কাঁপিল হৃদয়।
লজ্জাবতী বৃক্ষে কর দিলে যেন হয়॥

(তরলিকা ও কাদম্বরীর প্রবেশ।)

কাদ। (এক দিগে) তরলিকে! কৈ কত দূরে আমার প্রিয়সখী কাদম্বরী আছেন?

তর। যেরূপ গগণে পূর্ণশশি শোভা করে।
সেরূপ বসিয়ে দেখ সিংহাসন পরে॥
অকলঙ্ক শশি সম হের চন্দ্রানন।
চিন্তারূপ জলধরে করে আচ্ছাদন॥

কাদ। আ, চিন্তা কি কারণ (মহাশ্বেতাকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া) আর গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই।(মহাশ্বেতা কাদম্বরীর কর ধারণ করিয়া সিংহাসনোপরে বসাইলেন)

মহা। এসো এসো সখি, তোমাকে দেখে আমার নয়ন জুড়াল, একবার আলিঙ্গন করিয়া আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর, (উভয়ের আলিঙ্গন)

কাদ। সজনি! আজি তোমাকে এত অসুস্থ-মনা দেখিতেছি কেন? এই মাত্র একজন দূত আমারদিগের বাটীতে গিয়া কহিল, তোমার অসুখ হইয়াছে, বল, তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মহাশ্বেতা মৌনাবলম্বনে রহিলেন,) আমার কথার উত্তর দেওনা কেন? মৌনাবলম্বন করিলে যে? তরলিকে! তুমি কি ইহার তদন্ত জান?

তর। না সখী, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কথা জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি। জিজ্ঞাসা করিলে বাক্যের দ্বারা বা অঙ্গভঙ্গিক্রমে কিছুই উত্তর দেন না, নয়নের জলেই নম্রচিত্ত উত্তর প্রদান করেন।

কাদ। (মহাশ্বেতার প্রতি) সে কি সখী, আমরা তিন জনে বাল্যকালাবধি একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে বিদ্যাভ্যাস এবং একত্রে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা করিয়াছি, কৈ কখনত কেহই আপন অন্তরের ভাব গোপন করে নাই, তুমি আজ একি অপূর্ব্বভাব ধারণ করিলে? আমরাত জানি যে কেবল আমাদিগের দেহ ভিন্ন মাত্র। আর লোকে কথায় বলে, আপনার লোকের নিকট আপন মনোদুঃখ কহিলে তাহার অর্দ্ধেক শান্তি প্রাপ্ত হয়, তা আমরা কি সখী তোমার

প্রিয়-জন নই যে আমাদের নিকট গোপন করিতেছ, বরং বল যে তাহার উপায় অন্বেষণ করি।

তর। মহাশ্বেতে! সখী কাদম্বরি যাহা বলিতেছেন তাহার সমুচিত উত্তর প্রদান কর।

মহা। সখি! কি বলিব, তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, এমন কি গোপনীয় কথা আছে যে তোমাদিগের নিকট গোপন করিব। আমি যে প্রকার অবলা সহায়-বিহীনা, তোমরাও সেই প্রকার, অতএব তোমাদিগকে বলিলে কেবল অরণ্যে রোদন করা হইবেক।

কাদ। তুমি না বলিলে আমরা ততোধিক দুঃখিত হইব, বরং বলিলে তিনজনের পরামর্শ দ্বারা উহার উপায় স্থির করিতে পারিব।

মহা। সখি, তবে বলি শুন, আজি যামিনী বিভাতা হইলে জননী ও তরলিকার সহিত অচ্ছোদসরসী তীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, জননী আমাদিগ হইতে অন্তর হইলে (তরলিকার প্রতি) তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিলাম, তার অনতিকাল পরে দুই জন ঋষি-কুমার আমার নয়ন পথের পথিক হইলেন, (তরলিকার প্রতি) সখি! যে ব্যক্তি তোমাকে লিপি প্রদান করিয়াছেন জানিনা তাঁহার কি অসাধারণ ক্ষমতা, দৃষ্টি

মাত্রেই আমার কুল, শীল, লজ্জা, ভয়, সকলি হরণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট প্রাণমাত্র আছে, তাহাতেও সেই নির্দয় তাপস-কুমার সন্তুষ্ট না হইয়া এই লিপি স্বরূপ কালদূতকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(কাদম্বরী লিপি পাঠ করিয়া)

কাদ। সজনি! আমিত এর কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মহা। ইহার এক অপূর্ব্ব ইতিহাস আছে শ্রবণ কর। এই যে পুষ্প-গুচ্ছ দেখিতেছ, ইহা সেই ঋষিকুমারের কর্ণে ছিল, এবং আমি উঁহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সহাস্য-বদনে আমার কর্ণে উহা সমর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার করস্থিত অক্ষ-মালা ভূতলে পতিত হইল, এবং আমি তাহা ধারণ পূর্ব্বক গলদেশে পরিধান করিলাম।

কাদ। ধন্য তোমার সাহস, কি আশ্চর্য্য!

তর। তার পর।

মহা। তার পর, কিঞ্চিৎকাল পরে সেই তাপস-তনয় আমার নিকট অক্ষ-মালা প্রার্থনা করিলে, আমি এরূপ অন্য-মনস্কা ছিলাম যে, অক্ষ-মালা ভ্রমে আপন একাবলী-মালা অর্পণ করিলাম, তিনিও এরূপ আমার মুখ দিগে চাহিয়াছিলেন যে, তাহা

কি অক্ষ-মালা, কি একাবলী-মালা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অক্ষ-মালচ্ছলে আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাদ। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

মহা। সজনি! এখন এই অক্ষ-মালা তক্ষকের ন্যায় আমার শরীর দংশন করিতেছে, ক্লেশের কথা কি বলিব, বোধ করি এইঅবধি তোমাদিগের সহিত আমার শেষ বাক্যালাপ হইল।

(মূর্চ্ছা প্রায় ভূতলে পড়িয়া রহিলেন।)

কাদ। হায়! কি হইল! কি হইল! তরলিকে শীঘ্র মুখে বারি প্রদান কর, (তরলিকা মুখে বারি প্রদান করিতে লাগিলেন) সখি উঠ উঠ, সহসা এমন অচেতন হইলে কেন? এই যে আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলে, ইতিমধ্যে কি ব্যাধি উপস্থিত হইল? হে জগদীশ্বর! আমি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, প্রিয়-সখীর জীবন দান কর, হে ত্রিলোক তারণ! আমাদিগের প্রিয়-বন্ধু আর কেহই নাই। হে সর্ব্বান্তর্যামি! আমরা বড়ই দুঃখিনী, আমাদিগের মনোদুঃখ-নিবারক-ঔষধ স্বরূপ সজনীর মোহ-হর চৈতন্য প্রদান কর।

কোথা পশুপতি, ত্রিলোকের গতি,
সজনীর প্রতি, কর দরশন।
প্রাণের সজনী, সহসা অমনি,
পড়িয়া অবনী, হৈল অচেতন ॥
ত্রিলোক তারণ, ভয় নিবারণ,
তুমি ত্রিলোচন, সকলের গতি।
হয়ে কৃপাবান, সজনীর প্রাণ,
দেহ বিভু দান, করি হে মিনতি ॥

(মহাশ্বেতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হায়! সজনীর মুখ সুধাংশু মলিনা দেখিয়া দশ দিগ শূন্য দেখিতেছি। সখি! উঠ উঠ, তোমার এপ্রকার অবস্থা দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের আর ক্লেশ সহ্য হয় না।

(কাদম্বরী মুখে জল-সেচন করিতে লাগিলেন।)

তর। (ব্যজন করিতে করিতে) সখি! উঠ উঠ, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, অমাদিগের প্রাণত্যাগ হইলে পর কি তোমার চৈতন্যোদয় হইবে?

মহা। (মৃদুস্বরে) সজনি! কেন তোমরা ব্যাকুলা হইয়াছ?

কাদ। সজনি! তোমার এরূপ ক্লেশ নয়নে দেখিলে কি আর হৃদয় সুস্থ থাকে?

মহা। সখি! কি করি, সেই নির্দ্দয় ঋষি-কুমার বল

পূর্ব্বক আমার সকলই হরণ করিয়াছে, যখন তাঁহার মনোহর রূপলাবণ্য আমার স্মরণ পথের পথিক হয় তখনই আমি অচেতন হই।

(কেউরকের প্রবেশ।)

কেউ। (স্বগত) আমি কাদম্বরীর নিকট গমন করিতেছি, তাঁহাকে মহারাজ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমায় কহিলেন “ কেউরক তুমি দেখে এসো কাদম্বরী নাকি মহাশ্বেতার নিকট এসেছেন, যদি এসে থাকেন, তবে আমাদিগের নিকট একবার আসিতে বল, অনেক দিন দেখি নাই, একবার দেখিব ,, তাই আমি যাচ্চি। আবার বলিলেন, “ কেউরক আস্তে আস্তে গমন কর, তুমি বৃদ্ধ-মানুষ হয়েছ উচ্চ নীচ পথে গমন করিতে অনেক ক্লেশ হয় ,, আহা! এই কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ জুড়াল, মহারাজের গুণ আমি জন্মজন্মান্তরেও ভুলিতে পারিব না। ও! আমার প্রতি যে তাঁহার কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস তাহা তুলনা করা যায় না, আমি নিয়তই অন্তঃপুরে থাকি, এবং মহারাজের সর্ব্বস্বই আমার জানিত, আর মহাশ্বেতা আমাকে যথেষ্ট দয়া করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর যেমন তাঁহাকে অনুপম রূপ লাবণ্য প্রদান

করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাকে আন্তরিকবৃত্তি সকলেও ভূষিত করিয়াছেন। যাই, শীঘ্র করে গমন করি; আবার আমারও কাদম্বরীকে দেখিতে ইচ্ছা হয়েছে, এই বৃদ্ধ হয়েছি, আরত তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া দেখে আসিতে পারি না, আমার সব কোলে কোরে মানুষ করা, অধিক দিন না দেখিলে মনটা বড় চঞ্চল হয়। (মহাশ্বেতার অন্তঃপুর নিকটবর্ত্তি হইয়া) এই যে মহাশ্বেতার আলয়ে আগমন করিলাম, কৈ তাঁহাদেরত দেখিতে পাই না, (দেখিয়া) এই যে সিংহাসনে তিন জনে বসিয়া আছেন, ইঁহাদিগের তিন জনেরি রূপের তুলনা দিতে পৃথিবীতে কোন বস্তুই দেখিতে পাই না, আর জগতে এমন কি পদার্থ আছে যে এই অসামান্য রূপ লাবণ্যের তুলনার যোগ্য হইতে পারে। বিধাতা সৃষ্টির সার বস্তুই সৃজন করিয়াছেন, দূরে থেকে দেখিলে বোধ হয় যেন একেবারে তিনটি পূর্ণশশির উদয় হইয়াছে। যাই, অল্পে অল্পে গমন করি, (কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া) কেন এদের বদন এত বিষণ্ণ দেখিতেছি যে? তা হতেও পারে, অনেক দিনের পরে তিন সখীতে একত্রে মিলিত হইয়া আপনাপন দুখের

সুখের কথা কহিতেছেন, (নিকটে গমন করিয়া কাদম্বরীর প্রতি) রাজকুমারি আপনি এখানে এসেছেন শুনিয়া, দেবী, এবং মহারাজ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন, বলিলেন, একবার যেন কাদম্বরী এখানে আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কাদ। এসো এসো কেউরক এসো, ভাল আছত ?

কেউ। আর এই বৃদ্ধ হয়েছি, কেবল প্রাণেমাত্র বেঁচে আছি।

কাদ। এক্ষণে মহারাজ আমাকে তাঁহার সহিত কোন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন ?

কেউ। তাঁহার আপন শয়ন মন্দিরে।

কাদ। [মহাশ্বেতার প্রতি] প্রিয়সখি! তবে আমাকে বিদায় দেও, আর বেলাও বড় অধিক নাই, আমাকে অমনি গৃহে গমন করিতে হইবে।

মহা। সখি! তবে কি তুমি কেবল আমার যাতনা বৃদ্ধি করিতে এসেছিলে ?

কাদ। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) আচ্ছা সখি তোমার যদি অভিমত হয় তাহা হইলে কাল্ যামিনী প্রভাতা হইলে তোমার নিমিত্ত ও প্রিয় সখী তরলিকার নিমিত্ত যান প্রেরণ করিব, আমাদিগের বাটীতে কিছু দিন তিন জনে

একত্র বাস করিয়া সুস্থির হইব, তোমার ইচ্ছা হইলে আমি এক্ষণেই রাজ্ঞীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করি।

মহা। সখি! অদ্য যদি জীবিতা থাকি তাহা হইলেত কল্য প্রভাতে তোমার সহিত দেখা হইবে।

কাদ। ভাই! এত উতলা হও কেন? দুঃখের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করাই জ্ঞানের প্রধান চিহ্ন।

তর। সখি অধৈর্য্য হইবার সময় নয়।

কাদ। তবে আইস আমাকে আলিঙ্গন কর।

মহা। সজনি জন্মের মতন এই আলিঙ্গন করিলাম।

কাদ। (আলিঙ্গন করিতে করিতে) এ তোমার অতি অসঙ্গত কথা।

তর। [কাদম্বরির প্রতি] যদি সময়াভাবে তোমার বাটীতে গমন করিতে না পারি তবে মধ্যে মধ্যে দেখা দিও, (আলিঙ্গন)

কাদ। সখি! আমায় কিছুই বলিতে হইবে না।

(কাদম্বরী ও কেউরকের প্রস্থান।)

রাগিণী মল্লার। তাল আড়াঠেকা।

মহা। সই ধায় মন, অনুক্ষণ, বিজন বিপিনে।
ধৈরয ধরিতে নারি সেজন বিহনে॥
শুনে তার সুবচন, মোহিত হয়েছে মন,
সুচারু সে হাস্যানন, সদা পড়ে মনে।

(ছত্রধারিণীর প্রবেশ।)

ছত্র। ভর্ত্তৃদারিকে! আমরা অচ্ছোদ-সরোবরের নিকট যে দুই ঋষি-কুমার দেখিয়াছিলাম তাঁহাদের এক জন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, বলিলেন, যে "অক্ষ-মালা লইতে আসিয়াছি।"

মহা। কি বলিলে, একজন ঋষি-কুমার দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন? আচ্ছা, তুমি অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া আইস।

ছত্র। যে আজ্ঞা, তবে তাঁহাকে আমি অবিলম্বেই আনয়ন করিতে চলিলাম। (প্রস্থান।)

মহা। (সহর্ষে স্বগত) আহা! বুঝি আকাশের শশধর আজি বিনায়াসে করে আসি উদয় হইল; বিধাতা কি এমন সদয় হইবেন যে পুণ্ডরীক আপনি আসিবেন। (ছত্রধারিণীর সহিত কপিঞ্জলের প্রবেশ, মহাশ্বেতা কপিঞ্জলকে দেখিয়া) এই যে! যেরূপ রূপের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকেতন, মকর কেতনের সহায় বসন্তকাল, বসন্ত কালের সহায় মলয়-পবন, সেইরূপ পুণ্ডরীকের সহায় ও সখা কপিঞ্জল উপস্থিত! ইহার মুখ সন্দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কোন অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকিবেন। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবন্! আসিতে আজ্ঞা হয়, অদ্য অধিনীর

আলয় পবিত্র হইল, আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! মহাশয় এই আসনে উপবেশন করুন। ছত্রধারিণি! শীঘ্র জল আনয়ন কর, পদ ধৌত করিয়া দিই।

ছত্র। ভর্ত্তৃদারিকে! ঐ তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুবর্ণ কলসে জল রহিয়াছে, আমি অর্ঘ আনয়ন করিতেছি। (প্রস্থান)

(কপিঞ্জলকে একবার তরলিকার মুখ ও একবার মহাশ্বেতার মুখ প্রতি দৃষ্টি করিতে দেখিয়া।)

মহা। ভগবন্! আমা হইতে ইঁহাকে ভিন্ন ভাবিবেন না, যাহা আদেশ করিতে ইচ্ছা হয় অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।

সত্য জেন ভগবন্ তাপস-তনয়।
তরলিকা আর আমি ভিন্ন কভু নয়॥
দুই জনে মিলি মোরা থাকি অনুক্ষণ।
দুই মাত্র দেহ বটে কিন্তু এক মন॥
কভু নাহি দুই জনে প্রেমের অভাব।
থাকি সদা সুখালাপে নাহি ভেদভাব॥
কখন না জানি দোঁহে বিবাদের লেশ।
নাহি কভু আমাদের মতের বিশেষ॥
অতএব মহাশয় জানিহ নিশ্চয়।
তরলিকা বিদ্যমানে কিছু নাই ভয়॥

অনায়াসে সবিশেষ বলুন এখন।
অধীনীর নিকেতনে কেন আগমন ॥

কপি। রাজপুত্রি! কি কহিব লজ্জায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কুন্দমূল ফলাশি বনবাসির মনে যে অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর. শান্ত-স্বভাব তাপসকে প্রণয়-পরবশ করিয়া বিধি কি বিড়ম্বনা করিলেন! দগ্ধ মন্মথ অনায়াসেই লোকদিগকে উপহাসাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ করিতে পারে, অন্তঃকরণে একবার অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রতা থাকে না। তখন প্রগাঢ় ধীশক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যেরাও নিতান্ত অসার ও অপদার্থ হইয়া যান, আর লজ্জা, বিনয়, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না। বন্ধু যে পথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, জানিনা উহা কি বল্কল ধারণের উপযুক্ত, কি জটা ধারণের সমুচিত, কি তপস্যার অনুরূপ, কি ধর্ম্মের অঙ্গ, কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায়, কি দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। না বলিলেও চলেনা, উপায়ান্তর ও শরণান্তরও দেখি না, কি করি বলিতে হইল। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, স্বীয় প্রাণ বিনাশেও যদি সুহৃদের প্রাণ রক্ষা হয় তথাপি তাহা করা কর্ত্তব্য, সুতরাং আমাকে

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।—তোমার সম্বন্ধে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বন্ধুকে সেই প্রকার তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে প্রস্থান করত স্নানার্থে এক সরোবরে গমন করিলাম, এবং তথা হইতে উঠিয়া ভাবিলাম, বন্ধু এক্ষণে একাকী কি করিতেছেন, গুপ্তভাবে একবার দেখিয়া আসি। অনন্তর আস্তে আস্তে আসিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, হায়! তৎকালে আমার অন্তঃকরণে কত সন্দেহ, কত বিতর্ক ও কতই বা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল! তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তখন অনিষ্ট আশঙ্কাই বলবতী হইয়া উঠিল। পুনর্ব্বার সতর্কতা পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, সরোবরের তীরে নানাবিধ লতাতে বেষ্টিত নিভৃত এক লতা-গহনের অভ্যন্তরবর্ত্তি শীলাতলে বসিয়া বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সখে! এ তোমার কি অপর্ব্ব ব্যাধি উপস্থিত

হইয়াছে ?,, তিনি অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন " সখে ! তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অজ্ঞের ন্যায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?,, এই মাত্র উত্তর দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেইরূপ অবস্থা ও আকার দেখিয়া অনেক উপদেশ দিলাম, তাহাতে তিনি এই কহিলেন, " সখে ! অধিক কি বলিব, আশীবিষ বিষের ন্যায় বিষম কুসুম শরের শরসন্ধানে পতিত হও নাই, সুখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে, সেই উপদেশের পাত্র। আমার তাহা কিছুই নাই, আমার নিকট হইতে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, বিবেচনা, এ সকল একেবারে অস্তগত হইয়াছে ; এ সময় উপদেশের সময় নয়। যাবৎ জীবিত থাকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের প্রতীকারের চেষ্টা পাও, আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত ও অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য কর ,, যখন দেখিলাম তাঁহার হৃদয়ে এরূপ গাঢ় অনুরাগ অঙ্কুরিত হইয়াছে যে তাহা উন্মূলিতকরা নিতান্ত অসাধ্য, তখন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সরোবরের

সরস মৃনাল, শীতল কমলিনী দল স্নিগ্ধ শৈবাল তুলিয়া শয্যা করিয়া দিলাম, এবং তথায় শয়ন করাইয়া কদলী পত্র দ্বারা ব্যজন করিতেং চিন্তা করিলাম, "এক্ষণে মহাশ্বেতা ভিন্ন ইঁহার প্রতীকারের উপায় নাই,, অতএব এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে না বলিয়াই আসিয়াছি। এক্ষণে হে রাজপুত্রি! সেইরূপ অনুরাগের সমুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত যাহা হয় তাহাই কর।

মহা। (স্বগত) আহা! আমি সুখময় হ্রদে অমৃতময় সরোবরে এবং আহ্লাদময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম। আহা! চিত্ত চঞ্চলকারি মদনানল আমার ন্যায় তাঁহাকেও দগ্ধ করিতেছে, শান্ত স্বভাব তপস্বী কপিঞ্জল স্বপ্নেও মিথ্যা কহিবেন না, ইনি সত্যই কহিতেছেন সন্দেহ নাই, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য ও কি বক্তব্য। হে হৃদয় বল্লভ! তুমিও কি আমার ন্যায় দুরাত্মা মন্মথ কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছ, আমরা কুলকামিনী, কোন উপায় জানি না, তুমি পুরুষ প্রধান হইয়াও কি আমাদিগের ন্যায় ক্লেশ স্বীকার করিবে? অনঙ্গ কি তোমার উপরেও বল প্রকাশ করিবে? তবে ভবাদৃশ ব্যক্তির সহিত মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের কি প্রাম্যতা রহিল?

(ছত্রধারিণীর প্রবেশ।)

ছত্র। ভর্ত্তৃদারিকে! তোমার শরীর অসুস্থা শুনিয়া দেবী দেখিতে আসিতেছেন, আমি অর্ঘ চন্দন লইয়া আসিবার কালে তাঁহার সম্মুখে পড়িলাম. তিনি কহিলেন "ছত্রধারিণি! দেখিয়া আইস মহাশ্বেতা কোথায় কি অবস্থায় আছেন, কাদম্বরী প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম তাঁহার নাকি অসুখ হইয়াছে? আমি এই চিত্রশালায় আছি. তুমি প্রত্যাগমন করিলে দেখিতে যাইব।,, এক্ষণে গিয়া কি বলিব তাহা আজ্ঞা করুন।

মহা। তাঁহার সহিত আর কে আসিয়াছে?

ছত্র। আর কেহই নয়, কেবল বৃদ্ধ কঞ্চুকী কেঁউরক।

মহা। গিয়া বল আমি এই স্থলে আছি।

(ছত্রধারিণীর প্রস্থান।)

কাদ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) রাজপুত্রি! ভগবান্ ভুবনত্রয় চূড়ামণি দিনমণি অস্তগমনের উপক্রম করিতেছেন, আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না, যাহাতে সুহৃদের প্রাণ রক্ষা হয় এরূপ করিও।

(প্রস্থান।)

(দেবী ও ছত্রধারিণীর প্রবেশ।)

ছত্র। দেবি! এই দিক দিয়া আসুন।

(মহাশ্বেতা তরলিকার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।)

দেবী। কৈ মহাশ্বেতা কোথায়? (স্বগত) এই যে মা আমার সঙ্গিনী সমভিব্যাহারিণী হইয়া অর্দ্ধ শয়না রহিয়াছেন।

তর। (মহাশ্বেতার কর্ণে) সজনি গাত্রোত্থান কর, রাজ্ঞী তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

মহা। (স্বচকিত হইয়া তরলিকার প্রতি) মা কোথায়? তিনি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছেন?

দেবী। যাদু! শুনিলাম তোমার নাকি অসুখ হইয়াছে? কি অসুখ হইয়াছে বাছা? সূর্য্যোত্তাপে অতিশয় ভ্রমণ করিয়াই কি ক্লান্তা হইয়াছ? না অন্য কোন পীড়া হইয়াছে? (গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া) না, শরীরেরত কোন উত্তাপ দেখিতেছি না।

মহা। জননি! অন্য কোন অসুখ হয় নাই, কেবল কাল দোষে অতিশয় উত্তাপ সহ্য করিতেছি।

দেবী। (স্বগত)

নিদয় হৃদয় দেখি গন্ধর্ব্ব রাজন।
দিবা নাই রাত্র নাই রাজকার্য্যে মন॥
গৃহকার্য্য কেবা করে নাহি নিরূপণ।
সদা চিন্তা কিসে হবে রাজ্যের শাসন॥

গৃহেতে সুন্দরী কন্যা আগত যৌবন।
কেবা তার তত্ত্ব লয় বিবাহ কারণ॥
আমি অভাগিনী নারী বল কিবা করি।
দিবা রাত্র শুদ্ধমাত্র মনাগুণে মরি॥
রাজন আমার মতে নাহি দেন মন।
কেমনে কি হবে তাই ভাবি অনুক্ষণ॥

(প্রকাশ্যে) বাছা অতিশয় কাল মন্দ পড়িয়াছে, কিঞ্চিৎ সুস্থা হইলে শয়ন মন্দিরে গমন করিও।

(ছত্রধারিণী ও দেবীর প্রস্থান।)

মহা। তরলিকে! তুমি কি দেখিতেছ না আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে, ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া আসিতেছে? কি কর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কপিঞ্জল যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও স্বকর্ণে শুনিলে? এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ দেও। যদি ইতর কন্যার ন্যায় লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া জনাপবাদ অতিক্রমণ ও সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া পিতা মাতা কর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করি, তাহা হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুলমর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন জন্য অধর্ম্ম হয়। যদি কুলধর্ম্মের অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গী-

কারকরি, তাহা হইলে প্রথমত পরিচিত ও সময়াগত কপিঞ্জলের প্রণয় ভঙ্গ জন্য পাপ এবং আশা ভঙ্গ দ্বারা সেই তপোধন যুবার কোন অনিষ্ট ঘটিলে ব্রহ্ম-হত্যা ও ঋষি-হত্যা জন্য মহা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

তর। সখি! তোমাকে যেরূপ চঞ্চলা দেখিতেছি অদ্য যামিনী কি প্রকারে প্রভাতা হইবে আমার তাতাতেই আশঙ্কা জন্মিতেছে!

মহা। সখি! দেখ, নবোদিত চন্দ্রের আলোক অন্ধকার মধ্যে পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন জাহ্নবীর তরঙ্গ যমুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। সুধাংশু গগনে যামিনী জ্যোৎস্নারূপ দশন বিস্তার করিয়া যেন আহ্লাদে হাসিতেছে। চন্দ্রোদয়ে গাম্ভীর্য্যশালি সাগর ও ক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক বেলা আলিঙ্গন করিতেছে। অতএব এ সময়ে যে অবলার মন চঞ্চল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? চন্দ্রের সহায়তায় ও মলয়ানিলের অনুকূলতায় আমার হৃদয়াস্থিত মদনানল প্রবল হইয়া ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সখি! অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া কুসুমচাপ নিস্তব্ধ ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক

বিরহিণীদিগের অন্বেষণ করিতেছে। হায়! আমিই কি উহার অমোঘ শরের প্রথম লক্ষ হইলাম? (মূর্চ্ছা প্রাপ্তি)

তর। হায়! প্রিয় সখি! গাত্রোত্থান কর, এপ্রকার অচেতন হইলে কেন? (তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে) সখি উঠ উঠ, আমি পুনঃ পুনঃ তোমার এ অবস্থা আর নয়নে দেখিতে পারি না। হায়! আমি কি করিব; কোথায় যাইব, কাহার কাছেই বা মনোদুঃখ প্রকাশ করিব! হায়! প্রিয় সখির ক্লেশ দৃষ্টে আমার অন্তঃকরণ একেবারে বিদীর্ণ হইতেছে। হে নির্দয় দুর্নিবার মদন! তোমার শরীরে কি কিঞ্চিৎমাত্র দয়ার লেশও নাই! বার বার প্রিয় সখীর অশেষ ক্লেশ দৃষ্টি করিয়াও কি তোমার অন্তঃকরণে অনুকম্পার সঞ্চার হয় না! হায় কি আশ্চর্য্য! একবার কর্ম্মদোষে উচিত মত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াও কি তোমার বোধের উদয় হইল না! অবলা অখলা কুলবালাগণকে এপ্রকারে দগ্ধীভূত করিতে কি তোমার কিছুমাত্র দয়া হয় না! হে প্রাণ-সমা প্রণয়িনি মহাশ্বেতে! আর কতক্ষণ তুমি এপ্রকার অবস্থায় থাকিবে! উঠ উঠ, গাত্রোত্থান কর, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার সহিত একটা কথা কও।

উঠ উঠ প্রাণ-সখী সজনি আমার।
তব দুঃখ অন্তরেতে নাহি সহে আর॥
বার বার কেন আর হও অচেতন।
ত্যজ দুঃখ ওগো সুখ স্থির কর মন॥
ধৈর্য্য হও সজনি গো ভেবোনাকো আর।
এখনি করিব যাহা হয় প্রতীকার॥
হেরিয়া তোমার ভাব নাহি পাই ভাব।
ভেবে ভেবে স্বভাবেতে ঘটে অন্য ভাব॥
সদা প্রাণ উচাটন তোমার কারণ।
তব দুঃখ হেরি মম কাতর জীবন॥
কি করি কোথায় যাই বলি কার কাছে।
মন ক্লেশ করে শেষ এমন কে আছে॥
হাঁরে রে নির্দ্দয় মার কি বিচার তোর।
আর কি পেলিনে পাত্র দেখাইতে জোর॥
অবলা সজনী মম স্বভাবে সরল।
এলে তুমি তাঁর কাছে দেখাইতে বল॥
যাও দেখি আছে যথা ধুর্জ্জটি মহেশ।
তবে জানি বাহাদুরী আছয়ে বিশেষ॥
সজনীর কাছে বল কি দেখাবে জারি।
কি লাভ হইবে বল বধ করে নারী॥
যাও যাও বলি তাই যাও স্থানান্তর।
স্থির হুন সখী মম জুড়াক অন্তর॥

উঠলো সজনি মম প্রাণের দোসর।
আর নাহি সহ্য হয় বিরহের শর ॥
তোমা হেন জনে ছাড়ি রহিতে না পারি।
গেল গেল প্রাণ আর রাখিবারে নারি ॥
তাই বলি উঠে বসে দুটো কথা কও।
প্রাণ-সমা-প্রিয় সখি প্রিয় যদি হও ॥
নতুবা হলেম সারা দেরি আর নাই।
মনে রেখো সজনিলো এই ভিক্ষা চাই ॥

মহা। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) তরলিকে! তুমি এত বিষণ্ণ বদনে ও দীন নয়নে রোদন করিতেছ কেন?

তর। সজনি! তাহার কারণ কেবল তোমারই অবস্থা মাত্র। এক্ষণে লজ্জা ও গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে আমাকে পাঠাইয়া দেও, আমি তোমার চিত্ত-চোরকে এই স্থানে আনিতেছি, অথবা যদি ইচ্ছা হয় চল তথায় তোমাকে লইয়া যাই, তোমার আর এরূপ সাংঘাতিক সঙ্কট পুনঃ পুনঃ দেখিতে পারি না।

মহা। তরলিকে! আমিও এরূপ ক্লেশকর বিরহ বেদনা আর সহ্য করিতে পারি না, চল, প্রাণ থাকিতে থাকিতে সেই প্রাণবল্লভের শরণাপন্ন হই। (গাত্রোত্থান করিয়া)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ। তাল একতালা।

সখিরে ত্বরায় চল ও চল।
কাননে হেরিয়ে নাথে জীবন করিগে সফল॥
বিনা সে আমার হৃদয় রতন, কেমনে সুস্থির
করি লো জীবন, লইয়ে চল লো যথায় সে
জন, দেখে হব শীতল।
ফুল-শর দেখ পাইয়ে নির্জনে, কামিনী বধিতে
আসিছে সঘনে, এমন সময়ে বিনা সেই জনে,
রাখিবে কে বল॥

সজনি! কুলকামিনীগণের মন অতি অল্পেতেই শঙ্কাযুক্ত হয়, এক এক বার প্রাণনাথকে দর্শন করিব, এই আশায় আহ্লাদিত হইতেছি, আবার পিতা মাতার অনভিমতে অভিসারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছি, এই ভয়েতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, (সচকিত হইয়া) আঃ, এ আবার কি? মঙ্গল কর্ম্মে অমঙ্গলের লক্ষণ উপস্থিত হয় কেন? আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন হইল যে?

তর। সজনি! শুভকর্ম্মে অশুভ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত হও।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

মহাশ্বেতা

চতুর্থ অঙ্ক।

অচ্ছোদ-সরসী-তীর।

মহাশ্বেতা ও তরলিকার প্রবেশ

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

মহা। মম হৃদি সিংহাসনে কান্তকে বসাব।
যৌবন রতন দিয়ে সাদরে তাঁর মন তুষিব॥
মনোসুখে হাসি হাসি, নাথের বামেতে বসি,
হেরিয়ে সে মুখ শশি, মনোদুখ সব নাশিব।
সে জনে বিজনে লয়ে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে,
মন সাধ পুরাইয়ে, আনন্দেতে সই ভাসিব॥

তরলিকে! দেখ, ক্রমে ক্রমে শশধর আকাশ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি হইয়া সুধা-সলিলের ন্যায়, ও চন্দন রসের ন্যায়, জ্যোৎস্না বিস্তার করিল, ভূমণ্ডল কৌমুদিময় হইয়া শ্বেত বর্ণ দ্বীপের ন্যায় ও চন্দ্রলোকের ন্যায় বোধ হইতেছে, কুমুদিনী বিকসিতা হইতেছে, মধুকর মধু লোভে অন্ধ হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইতেছে, নানাবিধ কুসুম-

রেণু হরণ করিয়া সুগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণ দিগ হইতে মন্দ মন্দ ধাবিত হইতেছে, বিহঙ্গবৃন্দ উন্মত্ত প্রায় হইয়া মনোহর স্বরে গান আরম্ভ করিল, এবং কোকিলের কুহু রবে চতুর্দ্দিগ ব্যাপ্ত হইল, (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) সখি! অভিসার-পথে প্রস্থিত ব্যক্তির দাস দাসীর ও বাহ্যবস্তুর আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না, যেহেতুক কন্দর্প স্বয়ং স্বদর্পে শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সহায়তা করেন। রজনী-নাথ পথ আলোকময় করিয়া পথ প্রদর্শক হন। এবং হৃদয়পুরবর্ত্তি হইয়া অভয় দান করেন।

তর। যাহা কহিলে তাহার সন্দেহ কি?

মহা। তরলিকে! শশধর যেরূপ আমাকে প্রাণনাথের নিকট লইয়া যাইতেছেন, সেই প্রকার তাঁহারেও কি আমার নিকট লইয়া আসিতে পারেন না?

তর। (হাস্য করিয়া) তারাকান্ত কি জন্য আপন বিপক্ষের উপকার করিবেন? শ্রীমান যেরূপ তোমার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন, রজনীনাথও সেইরূপ তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গাত্র স্পর্শ ও কর দ্বারা পুনঃ পুনঃ চরণ ধারণ করি-

ভেছেন, বিরহীর ন্যায় ইহাঁর শরীরও পাণ্ডুর বর্ণ হইয়াছে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়াঠেকা।

মহা। উপায় নাহিক হেরি কি করি সখিরে।
চলিতে নিতম্বভরে ঢলিয়ে পড়িরে ॥
একে আমি হই নারী, তাহে যৌবন হলো ভারি, এরে বনে যেতে নারি, দুখে ঝরে আঁখিরে।
বেণী দোলে পৃষ্ঠোপরে, ভার হলো অলঙ্কারে, যাব সখি কেমন করে, ভাবিয়ে না দেখিরে ॥

তর। সজনি! অধিক, তবে এই অনতিদূরে যে সৌধ-শিখরের জল-প্রপাত আছে, তাহাতে হস্ত মুখা-দি ধৌত করত কিঞ্চিৎ সুস্থ হই, পরে আস্তে আস্তে গমন করিব, যেহেতুক তোমাকে অতি-শয় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি।

মুখশশী হইয়াছে সুমলিন অতি।
নাহি আর দৃষ্ট হয় পূর্ব্বকার জ্যোতি ॥
ঘন ঘন নাসিকায় বহিছে নিশ্বাস।
গাত্র ঘর্ম্মে ভিজিয়াছে পরিধেয় বাস ॥
চরণ স্খলন হয় প্রতি পদার্পণে।
নিতান্ত হয়েছো ক্লান্ত কানন ভ্রমণে ॥

মহা। সখি! শুধু যে পথ-ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়াছি এমত

নহে, প্রাণেশ্বরের বিরহ ও আমাকে অতিশয় সন্তাপ দিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ সুধাংশুর সুস্নিগ্ধ কিরণে নির্ব্বান নাহইতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই স্নিগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ ক্রমে ক্রমে আরো অচল হইতেছি। (নেপথ্যে হইতে চীৎকার) "হায় কি হইল কি হইল"।

মহা। হা। একি শব্দ শ্রবণ করিলাম? আবার একি অমঙ্গল। আগমনকালে দক্ষিণ লোচন স্পন্দন হওয়াতে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম বুঝি সেই আশঙ্কা যথার্থই হইল, হায়? আমার পদদ্বয় কম্পিত হইতেছে, তরলিকে শীঘ্র আইস।

তর। চল চল আমি তোমার সমীপেই আছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

লতামণ্ডপ।

(পুণ্ডরীকের মৃত দেহ ভূতলে পতিত রহিয়াছে।)

কপি। (রোদন করিতে করিতে) হা হতোস্মি!—হা

দগ্ধাগ্নি—হায় কি হইল—রে দুরাত্মন্ পাপকরিন পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি,—আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলেন—রে দুশ্চরিত্র চন্দ্রচণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি—রে দাক্ষিণ্যশূন্য দক্ষিণানিল। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তোর মনোরথ পূর্ণ হইল—হা পুত্র বৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্ম্ম! আর অতঃপর তোমাকে কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এতদিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে, সত্য! তুমি অনাথ হইলে। হায় এতদিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি, চিরকাল একত্রে ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন, বান্ধব বিহীন হইয়া কি রূপে এই দেহ ভার বহন করিব। কি আশ্চর্য্য! আজন্মপরিচিত ব্যক্তিকে অপরিচিতের ন্যায়, অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যাইবার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করিলে না, এরূপ কৌশল কোথায় শিখিলে, এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে,

হায়! এক্ষণে সুহৃৎ শূন্য, সহোদর শূন্য হইয়া কোথায় যাইব, কাহার শরণাপন্ন হইব, কাহার সহিত আলাপ করিব এত দিনের পর অন্ধ হইলাম, দশ দিগ শূন্য দেখিতেছি। এই ভারভূত জীবনের আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথার উত্তর দাও, একবার নয়ন উন্মীলন কর, আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া জন্মের মতন বিদায় হই, আমার সহিত তোমার সেই রূপ অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহৃদ্য কোথায় গেল, তোমার সেই অমৃতময় ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।

(মহাশ্বেতা ও তরলিকার প্রবেশ)

মহা। (পুণ্ডরিকের মৃত দেহ দেখিয়া) হাঃ, কি সর্ব্বনাশ হইল রে! (ভূতলে পতন) হে জীবিতেশ্বর! এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, তুমি তরলিকাকে জিজ্ঞাসা কর আমি তোমার নিমিত্ত কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তোমার বিরহে একদিন যুগসহস্রের ন্যায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও, একবার আমার কথায়

উত্তর দাও, আমি লজ্জা, ভয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি, তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হই। আমার আর উপায়ান্তর নাই, আমি তোমার ভক্ত ও তোমার প্রতি অনুরক্ত, তোমা বই আর কাহাকেও জানি না, তুমি দয়া না করিলে আর কে দয়া করিবে।

হায়২ কি হইল, প্রাণ নাথে কে হরিল,
প্রাণ প্রিয় গেলরে কোথায়।
কি বাদ সাধিল বিধি, হরে নিল গুণ নিধি,
বল কিসে অন্তর জুড়ায় ॥
যার লাগি সর্ব্বক্ষণ, ছিল মন উচাটন,
সে এখন পলাইল কোথা।
হায় হায় কি করিব, কোথা গেলে তাঁরে পাব,
ঘুচাইব অন্তরের ব্যাথা ॥
না হেরে সে চন্দ্রানন, কিসে স্থির করি মন,
কিসে বল জুড়াই জীবন।
কাহারে সহায় করি, তথায় গমনকরি,
যথায় আছেন প্রিয়জন ॥
কাররূপ ধ্যানে আর, দুঃখময় এ সংসার,

বোধ হবে ইন্দ্রিয় ভবন।
এবে কার মনোহর, জ্ঞান সুধামাখা স্বর,
জুড়াইবে অভাগী শ্রবণ ॥
হেন বন্ধু কেবা আছে, বল গিয়ে কার কাছে,
দুখানল করিব অন্তর।
কে আর তেমন করে, পুষ্প গুচ্ছ সয়ে করে,
কর্ণপরে দিবে ভভপর ॥
হায় হায় কোন জনে, রাখি হৃদি সিংহাসনে,
প্রেম পুষ্পে করিব পূজন।
মন সাধে এ যৌবন, কুল শীল প্রাণ মন,
কাহারে করিব সমর্পণ।
বিনা সেই প্রাণ কান্ত, কিছুতেই প্রাণ শান্ত,
নাহি হয় কি করি এখন!
তাই বলি ওরে প্রাণ, একথা করনা আন,
যাও তথা যথা সেই জন ॥

(কিঞ্চিৎ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) কই প্রাণনাথ যে এখনো গাত্রোত্থান করিলেন না! হায়, তিনি একেবারেই আমাকে বিস্মরণ হইয়াছেন, আহা আমার কি দুরদৃষ্ট গগনস্থিত পুর্ণ শশধর বিনা-য়াসে প্রাপ্ত হইয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না নিজ দোষেই হারাইলাম, এক্ষণে কি করি, প্রাণত্যাগ করাই সর্ব্বতো ভাবে বিধেয় প্রাণ

রক্ষা করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, হে প্রাণ বল্লভ। এক্ষণে তোমার প্রেমাস্পদ প্রনয়িনী তোমা বিরহে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে এক বার গাত্রোত্থান করিয়া দেখ। তাহা হইলেও আমার জীবনের কিঞ্চিৎ সার্থকথা হইবে।

আঃ এখন জীবিত আছি? না পিতামাতার বশবর্ত্তিনী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মীয় গণের অপেক্ষা করিলাম। সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি সেই প্রাণেশ্বের কোথায়? তিনি কি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? ওরে কৃতঘ্ন প্রাণ! তুই আর কেন জাতনা দিস! আঃ এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই, যম ও এই পাপ কারিণীকে স্পর্শ করিতে ঘৃণাকরেন, কি জন্য আমি তোমাকে তাদৃশ অনুরক্ত দেখিয়া গৃহে গমন করিয়া ছিলাম, আমার গৃহে প্রয়োজন কি। পিতা, মাতা, বন্ধু ও পরিজনের ভয় কি। হায়! এক্ষণে কাহার শরনাপন্ন হই কোথায় যাই। অয়ি বন দেবতে! ভগবতী ভবিতব্যতে! অরবসুন্ধরে! করুণা প্রকাশ করিয়া আমার জীবনাধারের জীবন প্রদান কর। (পুণ্ডরীকের বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া) হায়! জীবন

কোথায়, প্রাণ বায়ু একবার প্রয়াণ করিলে আর কি প্রত্যাগত হয়। (হারেরপ্রতি) রে একাবলী হার। আমার আগমন পর্য্যন্ত তুই প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিস নাই। (কপিঞ্জলের চরণ ধরিয়া হেভগবণ কপিঞ্জল! প্রসন্ন হও প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষাকর, (তরলিকার প্রতি) অয়ি নৃশংসে। আর কতক্ষণ রোদন করিব, শীঘ্র কাষ্ঠাহরণ করিয়া চিতা সাজাইয়া দেও জীবিতেশ্বরের অনুগমন করি।

চন্দ্রদূতের প্রবেশ।

চন্দ্র। হেভগবণ। আর তোমার ধরাসয্যায় আবশ্যক কি, আসুন দিব্য লোকে অপূর্ব্ব সয্যায় সয়ন করিবেন (পুণ্ডরীকের দেহ লইয়া প্রস্থান)।

মহা। ভগবণ কপিঞ্জল দেখুন দেখুন, একি সর্ব্বনাশ হইল এ কে প্রাণনাথকে লয়ে যায়!

কপি। রে দুরাত্মণ! বন্ধুকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস্ (কপিঞ্জলের দ্রুত বেগে প্রস্থান।

মহা! হাধিক হাধিক! হে প্রাণেশ্বর কোথায় গমন করিলে? হে কপিঞ্জল তুমিও কোথায় অদৃশ্য হলে? আর আমার এভার ভূত জীবন রক্ষা করিয়া কি প্রয়োজন (গাত্রোত্থান)।

তর। প্রিয় সখা আমার মিনতি রাখ, এস গৃহে গমন করি, আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

মহা। আর আমার গৃহ পরিজনে প্রয়োজন কি, যে পথে প্রাণনাথ গমন করিলেন সেই পথের পথ বর্ত্তিনী হই। তিনি আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিলেন আবার আমি সেই কৃতঘ্ন প্রাণ কে রক্ষা করিব? আর বিলম্ব করি কেন শীঘ্রগিয়া তাঁহার সেই মুখ কমল বিলোকন করিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল করিও তাঁহার সুমধুর বচন শ্রবণ করিয়া শ্রবণ সফল করি!

প্রিয় সখি! বাল্যকালাবধি একত্রে ভোজন স-য়ন ও একত্রে কাল যাপন করিয়া ছিলাম, এক্ষণে জন্মের মতন বিদায় দাও (বলিয়া আলিঙ্গন) বিরহানল, শোকানল, চিতানলে নির্ব্বান করিবো।

তর। হায়, আমি কি প্রকারে গৃহে প্রত্যাগমন করিব, সখি কেন এমত নিদারুন প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করি-তেছো। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কো-থায় গমন করিবে তোমা বিরহে আমি কি প্রকা রেইবা জীবন ধারণ করিব, সখি বাল্য কালাবধি কখন এক মুহূর্ত্ত জন্যও তোমাছাড়া হই নাই এক্ষণে জন্মের মতন কি প্রকারে বিদায় প্রদান করিব, আর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেই

বা কি হইবে। রাজ্ঞী যখন পরম প্রেমাস্পদ কন্যারত্ন না দেখিতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন "তরলিকে তুমি এই স্থলে রহিয়াছ, আমার প্রাণাধার প্রাণ প্রিয় মহাশ্বেতা কোথায়" তখন আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব! আর সখীগণ যখন প্রিয় সখী বিরহে মণিহারা ফণির ন্যায় পাগলিনী প্রায় হইয়া ইতস্তত তোমার অনুসন্ধান করিবেন, তখনই বা আমি তাহাদিগ-কে কি বলিয়া প্রবোধ প্রদান করিব! হায় প্রিয়সখী মহাশ্বেতে! তুমি এপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা আমার অন্তঃকরণ আর দগ্ধ করিও না! এক্ষণে উঠ, চল গৃহে গমন করি তোমার এ অবস্থা আর দেখিতে পারিনা। (রোদন করিতে লাগিলেন)

মহা। সখী আর রোদন করে কেন আমার ক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছ। এ পাপকারিণী হইতে সমস্ত পাপ কর্ম্মই হইল, ঋষি হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, অকপট প্রণয় ভঙ্গ, অবশেষ আত্ম হত্যার দ্বারা পাপের তার পূর্ণ করিলাম। সখী আর একবার, আলিঙ্গণ দেও (আলিঙ্গণ) পিতা মাতাকে বুঝাইয়া বোলো যে যে মহাশ্বেতা তোমাদিগের ভোজন কালিন উপ-স্থিত না থাকিলে ভোজনে তৃপ্ত বোধ হইত না,

যাহার কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণ সকল বোধ করিতে যাহাকে নয়নে নিরীক্ষণ করিলে মন পুলকিত হইত সেই অভাগিনী তোমাদিগের এক মাত্র কন্যা। পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয়জন বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তার পর তুমি আপনি গিয়া প্রিয় সখী কাদম্বরীকে বল যে "সখি মৃত্যু কালে তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এই মাত্র মনে খেদ রহিল। এজন্মের মতন বিদায় লইলাম, এক্ষণে এই প্রার্থনা যখন কোন প্রিয়-জন সম্বন্ধীয় কথা উল্লেখ হইবে, তখন অধিনী বলে মনে কর। আর যদি কখন কোন অপরাধ করেথাকি বয়সে জ্যেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিও"। (তরলিকা রোদন করিতে লাগিলেন) তরলিকে। আর কেন রোদন করিয়া আমার মায়া বৃদ্ধি করিতেছ, যেণ মায়াপাশে বদ্ধ হই-য়াই সকল অপকার্য্য করিতে হয়, আমি সেই দুরন্ত মায়াকে পরিহার করিতেছি তুমি কেন আর তাহা বৃদ্ধিকর।

বাপ মার ত্যজে আমি যাঁহার কারণে।
সহায় বিহীনা হয়ে আইলাম বনে॥
জীবন যৌবন মন সমর্পিব যাঁয়।
সেই মম প্রাণ কান্ত রহিল কোথায়॥

রাজ্যের অতুল সুখে নাহি প্রয়োজন।
কি কাজ আমার আর লয়ে ধন জন॥
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে আমি বিক্রীত যে জনে।
সেই মম প্রাণ কান্ত গেল কোন খানে॥
পারিজাত পুষ্প কার শ্রবণে প্রদান।
করে ছিল প্রাণনাথ বিচলিত প্রাণ॥
প্রেম পুষ্প ফুটে ছিল হৃদয় কাননে।
রাখিয়া ছিলাম তাহা অতি সুযতনে॥
মনে মনে আশা ছিল গাঁথি তার হার।
নাথের গলায় দিয়া সুধিব সে ধার॥
সেই মম প্রাণ কান্ত ত্যজিল জীবন।
কাজ কি সে পুষ্পে আর সুঘ্রাণ এখন॥
যৌবন রাজ্যের রাজা করি যেই জনে।
হৃদয়ের সিংহাসনে বসাব যতনে॥
প্রাণ, মন, লজ্জা, ভয়, দিয়ে উপহার।
বিনা মূল্যে শ্রীচরণে দাসী হব যাঁর॥
বিরহ ভুজঙ্গ তাঁরে করিল দংশন।
বিষম বিষের তেজে দহিল জীবন॥
কাজ কি সে রাজ্যে আর কি বা প্রয়োজন।
বিরহ অনলে তাহা দহুক এখন॥
সতীত্বের উপহার লয়ে স্বীয় করে।
বিজন বিপিনে আমি আছি যাঁর তরে॥

আমার বিরহে সেই হৃদয়রঞ্জন।
দগ্ধ হয়ে করিলেন শরীর পতন॥
আমি কি এপাপ দেহ করিব ধারণ।
যথায় আছেন তিনি করিব গমন॥
বিরহের বহ্নি আমি প্রজ্বলিত করে।
প্রবেশ করিব আমি তাহার ভিতরে॥
[illegible] তুমি করিলে গমন।
কোথা গেলে কাঙ্গালিনী পাবে দরশন।
তাপস হইয়া কর সত্য প্রচার।
এই কি উচিত নাথ বিচার তোমার॥
নারী জাতি হই বটে আমার নন্দিনী।
কেমনে পলাও নাথ হরি অনাথিনী॥
সুধা সম বাক্যে আগে হরে লয়ে মন।
কাননের মাঝে এনে পলালে এখন॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

প্রাণনাথ কোথা হে, তোমার বিরহে, চিরদিন কত সবে। কত সাধ ছিল মনে, পুরাব তোমার সনে, এখন হে চিতাসনে, আহুতি দি জীবনে। দেখুক দিক্পালি বনে।

(চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল)

নেপথ্যে। মহাশ্বেতে?... প্রাণ ত্যাগ করিও না। তোমার প্রাণনাথকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে॥

মহা। (আশ্চর্য্য হইয়া) আ—একি, এই বিজন বিপিনে মনুষ্য স্বরে কে কথা কহিল, তরলিকে। তুমি কি কিছু শুনিতে পাইলে?

তর। সখি। কে যেন তোমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে বারণ করিল, কহিল, তুমি পুনরায় পতি প্রাপ্ত হইবে,।, তবে সখী এই অধ্যাব সায় হইতে ক্ষান্ত হও।

রাগিণী ঝিঁঝিটি বাহার একতালা।

মহা। করেতে রতন দিয়ে হরে নিল বিধি তায়।
এখন কি আশা পাশে মন বেঁধে রাখা যায়॥
প্রেমবনে সুখ শাখী, মম নাথ শুক পাখি,
ফল আশে এসে বসে, বিধি ব্যাধ বধে তায়,
আশাবৃক্ষ অশ্রুনীরে, রোপিল পতন করে,
আবার কি নাথ পাখি, দেখা দিবে পুনরায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

মহাশ্বেতা নাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

লতামণ্ডপ।

মহাশ্বেতা ভূতলে শয়না, তরলিকা চিন্তা করিতেছেন।

রাগিণী বিভাষ তাল এক তালা।

হায় কব কায়, যামিনী যে যায়, কেমনে হেথায় রই আর। সজনী স্বামির শোকে শোকাকুল, ভেবে নাহি দেখি কিসে রবে কুল, হায় বুঝি হল বিধি প্রতিকূল, এইবার। জাগিল জানিল গৃহ পরিজন, এখনি সখীর হবে অন্বেষণ, কিসে এই লজ্জা জলধি জীবন হইপার॥

যামিনী যামিনী কর করিয়ে ধারণ।
অস্তাচলে শশধর করিল গমন॥
শুকতারা দেখাদিল গগন মণ্ডলে।
কুমুদি ঢাকিল মুখ পল্লব অঞ্চলে॥
শাখিশিরে পাখি সব করিতেছে গান।
থেকে থেকে মন্দো মাঝে তুলিতেছে তান॥
ফুটিল কুসুমচয় নিকুঞ্জ কাননে।
ছুটিল সুগন্ধ তার চারিদিগ পানে॥
জুটিল ভ্রমর কুল মধুপান আশে।
মোহিত করিল পিক সুললিত ভাষে॥
ক্রমে ক্রমে চারু ছটা পুর্ব্বদিগে হেরি।
উঠিলেন দিনমনি নব আলো করি॥
সরসী হৃদয় বাসে থাকি কমলিনী।
নাথ আগমন কাল দেখিয়ে অমনি॥
হাসিতে হাসিতে আস্য করিল প্রকাশ।
বন আমোদিত করি ছুটেছে সুবাস॥

এখন সজনী হয়ে শোকেতে আকুল।
ভাবিলে না কিসেরবে কুলবতী কুল॥
এখনি জানিবে সব গৃহ পরিজন।
এখনি করিবে ভূপ কন্যা অন্বেষণ॥
এখনি আসিবে লোক আজ্ঞায় তাঁহার।
কলঙ্কিনী বলে কুলে হইবে প্রচার॥

আর ভাবিলে কি হইবে। দেখি আরও কিঞ্চিত বুঝাইয়া দেখা যাউক (নিকটে গিয়া) সজনী যামিনী বিভাতা হইল আরও কেন শোকে আকুলা হইয়া লোকের নিকট অপমানিনী হইবে।

রাগিনী খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

মহা। কে বল হরিয়ে নিল সখী, আমার প্রাণের ধনে। কে হেন সাধিল বাদ, কে হানিল শূল প্রাণে॥ হয়ে আমি কুলনারী, কুলশীল পরিহরি, যাঁর প্রেম আশা করি আইনু বিজন বনে। কে হেন নিঠুর ছিল, সে জনে হরিয়ে নিল, কিসে আর বাঁচি বল, সেই প্রাণনাথ বিনে॥

হে প্রাণ বল্লভ। এ হতভাগিনী পাপকারিণী তোমার কি অপরাধ করিয়াছিল যে তন্নিমিত্ত তাহাকে একপ প্রণয় প্রলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই বিজন বিপিনে আনয়ন করিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, হে প্রাণেশ্বর। ইহাই

যদি তোমার মনেছিল কেনইবা তবে প্রথম দর্শন কালে সেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ছিলে! কেনইবা তরলিকা হস্তে মদন লিখন প্রদান করিলে! এবং কেনইবা কপিঞ্জল সমক্ষে সেই রূপ অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিলে। কেবল আমাকে কলঙ্কিনী করিবে বলিয়াই কি এতদূর পর্য্যন্ত বাহ্য বিরহ প্রকাশ করিয়াছিলে। হায়? সুরলোক বাসি হইয়া এত নির্দ্দয়তা কোথায় শিখিলে, আমি কুলের কামিনী প্রথমেই নয়ন কটাক্ষে মন হরণ করিলে শেষে ছল পূর্ব্বক নির্জ্জন কাননে আসিয়া লোক সমাজে লজ্জা দিবার কারণ সহায় বিহীনা করিয়া প্রস্থান করিলে। হে নাথ! কখনই ইহা সত্ত পুরুষের লক্ষণ নহে।

সজনি! কেন বৃথা পরিদেবনে শরীর ও মনকে ক্লেশ প্রদান করিতেছ একবার নেত্র উন্মিলন করিয়া বিলোকন কর যামিনী বিভাতা হইয়াছে, ভুবনত্রয়-আলোক-প্রদায়ক ভগবণ দিবাকর উদয়াচলা বাস পরিত্যাগ করিয়া বিপিন আলোক ময় করিয়াছেন! আইস এখন গৃহে গমন করি নতুবা গৃহ পরিজন জানিতে পারিলে লজ্জায় আর কাহার নিকট বদন উত্তোলন করিতে পারিবেক না।

মহা। সজনি লোক লজ্জার ভয় আমাকে কি দেখাইতেছ যদি আমার সেই ভয় থাকিত তাহা হইলে কখনই নিশীথ সময়ে এই সরোবরে আসিতাম না। আমি প্রেমব্রতে নিযুক্ত হইয়া কুল, শীল, লজ্জা, ভয়, জীবন, যৌবন, মন, ধন, প্রাণনাথকে উপহার দিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু দক্ষিণান্ত না হইতে হইতেই বিধি বিড়ম্বনা করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলাম তপস্যার দ্বারা শরীর পতন পূর্ব্বক সেই ব্রতের উদ্যাপন করিব এক্ষণে আর লোক লজ্জায় ভয় করিলে কি হইবে।

তর। সজনি এ কথায় আমি আর কি উত্তর প্রদান করিব এখানে কেহই এমন লোক নাই যে ইহার মীমাংসা করে কিন্তু আমি তোমারেই জিজ্ঞাসা করি তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া দেখ এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য।

দুই জন রাজদূতের প্রবেশ।

প্রথ। (এক দিগে) মধ্যে বৃথা বনে ভ্রমণ করিয়া মরিতেছি এখানে কোথায় মহাশ্বেতার অন্বেষণ পাইব কোথায় কোন দৈত্য কি রাক্ষস অতিশয় সুন্দরী দেখে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তার কি নিদর্শন পাব।

দ্বি। ওহে ভাই তুমিত বোঝ না ([illegible]) একত রাজার

আজ্ঞা পালন করিতেছি আবার রাজা স্বীকার করিয়াছেন যে, যে মহাশ্বেতা ও তরলিকার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব, তা ভাই যদি অনুসন্ধান করিতে পারি তাহা হইলে আজকের সুরার ব্যাপারটা বুঝেছি।

দ। দূর পাগল তাহলে বনে খুঁজে বাড়ালেই সে ভাল হয় তোকে বলি যে আর কোন পর্ব্বত গহ্বর ও পুরাতন গৃহাদি অন্বেষণ করিলে তাহা হইলে কিছু হলে তা পাইলে বেচা পারিলেম যাদ।

দ্বি। তবে আয় এই বনটা অন্বেষণ করে যেখানে যত দূর সেই থাকে যাইব. আমার শুনিলাম রাজা এবং রাজ্ঞী স্বয়ং কন্যা অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন।

প্র। সে যাহা হউক ভাই তুই যেন সুরার নামটি করিস নারে যে আর পা চলে না কেবল তাই মনে পড়ছে।

শোক দুঃখ পরিশ্রম করিতে বিনাশ।
সুরার অতুল শক্তি জানিহ নির্য্যাস।
একে পাত্র পান মাত্র হেনজ্ঞান হয়।
রাজ্যের সম্পদ সুখ কিছু কিছু নয়॥

দ। না ভাই তোর একথাটি অন্যায় বলাহল বরং এই

কথা বলেও এক দিন বলা যায় না যা,
শোক দুঃখ পাসরিয়া আছিনু ভুলিয়া।
দিবা ! আজিকে দুটি কামিনী দেখিয়া ॥
কাছে এসে বসে যদি কেহ পুনরায়;
যত দুঃখ পাসরিনু সব মনে আয় ॥

পু। কি দুঃখ হয়েছে [illegible] মহাশ্বেতার তুমি কি তা [illegible] এত কিসের দুঃখ আমি বলিব তাই শুনেছি, [illegible] দণ্ড কিসের নিশ্চয় আছে কে বলে মহাশ্বেতাই তাই অ-নুরাগ করে।

চি। এ কথাই সত্য, [illegible]

দেখেছিনু প্রতি পদে, [illegible] আমাদের।
কেমন সে সুখের দিন !
[illegible] কিছু নাহি জানে, আসিয়ে মাতোর প্রাণে
আমাদের মনে মমতা।
তাই বড় ভাবিয়াছি, বিদেশে গমন করি,
অর্থ আনে মরে কেন প্রেম সব।
এত যে খাটিয়ে মরে, কেবল মেয়ের তরে,
এর কিছু নাহিক সংশয় ॥

যাহউক তাই আর ওসব কথায় কাজ নাই, এস ঐ দিগটে খুঁজে আসি।

পু। (মহাশ্বেতাকে দেখিয়া) তাই হয়েছে এ না, সেদুজন স্ত্রীলোক একজন শুয়ে আর একজন বসে রয়েছে ?

দ্বি। ঐ যে তরলিকে গালে হাতদিয়ে বসে রয়েছে। আয় ভাই আগে রাজাকে সংবাদ দিইগে, না হয় তুই এইখানে থাক আমি যাই।

প্র। তোর মতন ত মূর্খ আর পৃথিবীতে একটি নাই, দেখতে পাচ্ছিস মহাশ্বেতা আপনি কখনই বনে আসে নাই অবশ্যই কোন দৈত্য কি রাক্ষসে আনিয়া বনে লুকাইয়ে রেখেছে সেই নিমিত্তই ওঁরা অত্যন্ত বিরস বদনে রয়েছেন, এখন আমরা গিয়ে কি তুচ্ছ ধনের নিমিত্ত সেই বেটার হাতে প্রাণ হারাব, যাঁর ঝোঁক তাঁর ঘাড়ে দিইগে। রাজাকে গিয়ে বলি তিনি যাকরেণ।

প্র। তাভাই তবে আমিও সঙ্গেযাব এখানে একলা কখনই থাকিতে পারিব না।

দ্বি। তবে আয় দুজনেই গমন করি। (উভয়ের প্রস্থান)।

রাজা হংস, দেবী, ও রক্ষীগণের প্রবেশ।

রা। রক্ষিকগণ বদ্ধ পরিকর হও (দেবীর প্রতি) রাজ্ঞি তোমার এ স্থানে আগমন করা অবিধেয় হইয়াছে।

দে। মহারাজ। কি বলেন কন্যা অদর্শনে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, বিবেচনা করুন কার মুখ বিলোকন করে আর গৃহে অবস্থান করিব সংসারে এক মাত্র কন্যা তাহার অদর্শনে গৃহ অন্ধকারাবৃত অরণ্যময় বোধ

হয়, হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে, আমার অ-
সুস্থা কন্যাকে কে হরণ করিল।

প্র। মহারাজ ঐ দেখুন লতামণ্ডপের মধ্যে রাজকু-
মারী ও তরলিকা রহিয়াছেন।

মহা। রাগিণী ঝিজিট। তাল আড় খ্যামটা।

(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।)

কোথায় প্রাণেশ আমি মরি তোমা বিহনে।
তোমারে না হেরে প্রাণ যায় বুঝি কাননে॥
কুল শীল মন প্রাণ, করি পদে সমর্পণ,
দেহ লয়ে প্রাণধন, গৃহে যাব কেমনে॥

হে প্রাণকান্ত, একান্তই কি আমাকে পরিত্যাগ ক-
রিয়া চলিয়া গেলে। তোমার বিরহ-কাতরা হইয়া
আর কত রোদন করিব। হে মাত ধরণী? তো-
মার বক্ষস্থল বিদীর্ণ কর আমি প্রবেশ করিয়া পতি
বিরহের শোকের শেষ করি।

দে। মহারাজ! মহাশ্বেতা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে
কেন? আর কাহাকেই বা পতি সম্বোধন করিয়া
রোদন করিতেছে। হায়? দেখ কি কপালে ঘটে।
আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম মহাশ্বেতা
বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ ক-
রিয়া বিবাহ দেও রাজকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া তখন
তাহা শুনিলেন না এক্ষণে কলঙ্কের হার গলে

ধারণ কর।

রা। তাহাইত এ কি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতেছি, মহা-শ্বেতা অবশ্যই গোপনে বিবাহিতা হইয়া থাকি-বেন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহাশ্বেতা কুল ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য করিলেও অপত্য স্নেহ বশত ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে না।

দে। (মহাশ্বেতাকে সম্বোধন করিয়া) মা? আমায় সত্য-করিয়া কহ কি কারণ রোদন করিতেছ? কি কারণে সেই রূপ অসুস্থা হইয়া যামিনী কালে এই নির্জ্জন মহারণ্যে আগমন করিয়াছ।

মহা। হে প্রাণবল্লভ! তুমি কোথায় গমন করিলে। (রোদন)।

(রাজা এবং রাণী উভয়ে উভয়ের মুখদৃষ্টি করিতে লাগিলেন।)

দে। মা তরলিকে তুমি ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত জান, আ-মাদিগকে সত্যকরিয়া বল মা কেন আমাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছ।

তর। জননি? কি কহিব কল্য আপনার সহিত কানন ভ্রমণে আসিয়া সুরলোক বাসি এক জন তাপস-কুমারের সহিত ইহাঁর সন্দর্শন হয়। উভয়ে উভয়ের রূপ লাবন্য দর্শনে কন্দর্পের শরাসনে পতিত হন। আপনি যখন সখীকে সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন

তখন অতিশয় বিরহোত্তাপে উত্তাপিতছিলেন। কাদম্বরী আসিয়া কত বুঝাইলেন এবং আমিও কত হিত উপদেশ দিলাম, কিছুতেই শান্তনা মানিলেননা। কেবল মূর্চ্ছা আসিয়া অচৈতন্য করিতে লাগিল, অনন্তর সেই ঋষিকুমারের বন্ধু আসিয়া তাঁহার প্রিয় সখার বিরহ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে ইনি আর থাকিতে পারিলেননা। পরে যামিনী আগতা দেখিয়া পাছে আপনারা নিবারণ করেন এই আশঙ্কায় আপনাদিগকে না বলিয়াই এই স্থলে আসিয়াছিলেন। হায় সজনীর অদৃষ্টের কথা কি কহিব ঐ সরসীর নিকটে আসিতে আসিতেই রোদন শব্দ শ্রবণ করিলেন, অনন্তর নিকটে আসিয়া দেখেন যাহার নিমিত্ত এই কষ্ট স্বীকার করিয়া ছিলেন সেই মহাত্মা ইহাঁর অদর্শনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার সখা রোদন করিতেছেন।

দে। হা অদৃষ্ট? কোথায় রাজকুমারের সহিত মহাশ্বেতার বিবাহ দিয়া জামাতাকে পুত্রেরন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া অপুত্রক দুঃখ নিবারণ করিব, কোথায় সসাগরা ধরণীশ্বর গৃহে কন্যাকে অর্পন করিব। কোথায় মহাটবীতে মহাশ্বেতা আপনি বিবাহাকাঙ্খিনী হইয়া আসিলেন। হা কপাল! তাহাও কি পূর্ণ হইল না। ইহাতেও আমরা সন্তুষ্ট

থাকিতাম, মনে করিতাম যাহার সুখের নিমিত্ত জামাতা বরণ করা সেই যদি আপন মনজ্ঞ পতিতে অনুগতা হইল ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। হা কপাল! তাহাকেও দুরাত্মা তপন তনয় হরণ করিলেন। হায়! কোথায় মহাশ্বেতার বিবাহ উপলক্ষে রাজভবন অপসরগণে পরিপূর্ণ হইবে। গন্ধর্ব্ব ভুবন আনন্দময় হইবে, কোথায় কন্যা ও জামাতাকে একাসনে উপবেসনে দর্শন করিয়া চিরপ্রার্থিত মনোরথ পূর্ণ করিয়া আনন্দার্ণবে ভাসিব। কোথায় স্বয়ং কন্যাকে জামাতা করে সমর্পণ করিব। হায়! কি না মহাশ্বেতার বৈধব্য যন্ত্রনা দেখিতে আসিলাম। মহারাজ জীবন ধারণের যে সমস্ত বাসনা তাহা সকলি পূর্ণ হইল আরকি এখন কন্যার চির বৈধব্য যন্ত্রনা দেখিতে জীবিত থাকিব।

রা। রাজ্ঞি? বৃথা রোদন করিলে কি হইবে অগ্রে তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

দে। মহারাজ আর শ্রবণ করিতে পারি না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে মহাশ্বেতাকে দেখিলে অন্তঃকরণে আনন্দ জন্মাইত এইক্ষণে তাহাকে দেখিলে সমস্ত শরীর সুষ্ক হইয়া আইসে, চতুর্দ্দিগ অন্ধকার বোধ হয়। মা তরলিকে! ওমা তুমিও কি আমার কথায় উত্তর দিবেনা।

তর। আজ্ঞা করুন অবধান করিতেছি।

দেবী। বাছা শোকে বুকফেটে যায়। বাছা সেই ঋষি-কুমারের মৃতদেহ কোথায় গেল?

তর। মা! তাহার অপূর্ব্ব বৃর্ত্তান্ত শ্রবণ করুন, সজনী যখন শোকে অচৈতন্য হইয়া রোদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আকাশপথ হইতে এক বলবান সুপুরুষ সহসা আগমন করিয়া ঋষিকুমারের মৃতদেহ গ্রহণ পূর্ব্বক "ভগবান আর ধরাশয্যায় আবশ্যক কি দেব ভুবনে চলুন" এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহার সখাও তাঁহার পশ্চাত ২ ধাবিত হইলেন। তৎপরে সজনী স্বামি শোকে চিতারোহন স্থির করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিতেছিলেন এমত সময়ে যেন সেই পুরুষ অন্তরীক্ষ হইতে প্রাণত্যাগ করিতে নিশেধ করিয়া কহিলেন তোমার পতিকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়াও এই অধ্যাবসায় হইতে বিরত হন নাই, কেবল সান্ত্বনা বাক্যে এ-পর্য্যন্ত বুঝাইয়া রাখিয়াছি।

রাজা। বৎসে মহাশ্বেতে! প্রাণত্যাগ ব্যাপার হইতে ক্ষান্তাহও, গাত্রোত্থান করিয়া প্রাসাদে চল, দেখ শাস্ত্র কারেরা যে অনুমরণকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রনালি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন উহা কেবল ব্যামহ মাত্র মুঢ় ব্যক্তিরাই মোহ বশত ঐ পথে পদার্পণ

করে, ভর্ত্তা উপরত হইলে তাঁহার অনুগমন করা মূর্খতা প্রকাশ মাত্র, উহাতে কিছুই উপকার নাই না উহা মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবনের উপায় না উহা সুরলোক প্রাপ্তির হেতু, না পরস্পরের দর্শন ও সমাগমের সাধন। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে শুভা শুভ লোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং অনুমরণ দ্বারায় যে পরস্পরের সাক্ষাত হইবে তাহার নিশ্চয় কি, লাভ এই অনুমৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যা জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে চিরকাল বাস করিতে হয়। বরং জীবিত থাকিলে সৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় উপকার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদির দ্বারা উপরতের উপকার করিতে পারাযায়, মরিলে কাহার ও কিছু উপকার নাই। সুরসেন রাজার দুহিতা পৃথা পাণ্ডুর মরণোত্তর অনুমৃতা হন নাই। বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা অভিমন্যের মরণে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা যয়দ্রথের মরনোত্তর অর্জ্জুনের শরানলে অপনাকেআহুতি দ্যান নাই। কিন্তু উহারা সকলেই পতিব্রতা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। এই রূপ শত শত পতিব্রতা যুবতী পতির মরনোত্তর জীবিত ছিল শুনিতে পাওয়া যায় তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমতী ও যথার্থ ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারিয়াছিল। অতএব ইহার

সঙ্কল্পকেও অন্তঃকরণে স্থান দিবার প্রয়োজন নাই ক্রমে বেলা অধিক হইতেছে গৃহে চল।

মহা। হে পিতঃ এই হতভাগিনী ও পাপকারিনীকে কেন কন্যা বলিয়া সম্বোধন করেন? ইহাতেও পাপ স্পর্শী হইতে হয়, এই হতভাগিনী আর এক্ষণে আপনাদিগের কন্যা বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নহে আপনাদিগের অকলঙ্ক কুলে কলঙ্কার্পণ করিয়াছি আর কোনমুখে লোকের নিকটে মুখ দেখাইব প্রাণত্যাগ দ্বারায় এই পাপ হইতে মুক্ত হই। আপনারা বিবেচনা করুন যেন আপনাদিগের কোন সন্তানাদি হয় নাই।

দেবী। বৎসে কোন প্রাণে এই কথা বদন হইতে বিনির্গত করিতেছ, সংসারে একমাত্র কন্যা আমরা কাহার মুখাবলোকন করিয়া জীবন ধারণ করিব অগ্রে আমাদিগের জীবন বিনাশ কর তৎপরে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিও।

রাজা। বৎসে তুমি মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছ তিনি যে মিথ্যা কথার দ্বারা প্রতারণা করিবেন এমত বোধ হয় না দেবতা অনুকুল হইয়া তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই, মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হয় একথা নিতান্ত অসম্ভাবিত নয় পূর্ব্বকালে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরষে

মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরা নামক এক কন্যা জন্মে ঐ কন্যা আশিবিষ কর্ত্তৃক দংষ্টও উপরত হইয়াছিল কিন্তু রুরু নামক ঋষিকুমার আপন পরমায়ুর অৰ্দ্ধেক প্রদান করিয়া উহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, অভিমন্য তনয় পারিক্ষিত অশ্বথামার অস্ত্র দ্বারা আহত ও প্রাণ বিযুক্ত হইয়াও পরম কারুণিক বাসুদেবের অনুকম্পায় পুনর্ব্বার জীবিত হন, জগদীশ্বর অনুকুল থাকিলে কিছুই অসাধ্য থাকে না। অতএব যৎকালিন তুমি মহাপূরুষ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছ প্রাণত্যাগ করিবার কিছুই আবশ্যক নাই আশাকে অবলম্বন করিয়া গৃহেগিয়া অবস্থান কর, অচিরে অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহা। পিতা যদিও মৃত্যু অধ্যাবসায় হইতে নিবৃত্ত হই কিন্তু যেপর্য্যন্ত সেই তাপসকুমারের সহিত সন্দর্শন না হইবে সেপর্য্যন্ত কখনই গৃহে গমন করিব না।

দেবী। বৎসে সেকি, আমাদিগকে কি বিনাশ করিতে হৃদয় বিদীর্ণকর প্রতিজ্ঞা করিতেছ এই জনশূন্য কাননে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া কোন প্রাণে গৃহে গমন করিব।

রাজা। বৎসে কাননে থাকিবার প্রয়োজন কি এস্থানে অবস্থানের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তুমি বালিকা তাহার

কিছুই জ্ঞাত নহ, কত হিংস্রক জীব আছে, এবং রাক্ষস ও দৈত্যগণ নিয়তই ভ্রমণ করে, তুমি সহজে কামিনী কিরূপে কানন মধ্যে একাকিনী বাস করিবে।

মহা। পিতঃ অপ্সরগণের হিংস্রক জন্তুকে ভয় কি, এবং যে কামিনী যথার্থ পতিব্রতা হয় তাহার কি আবার নিশাচরের ও দৈত্যের ভয় আমি মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে পর্য্যন্ত তাহাকে না প্রাপ্ত হইব সে পর্য্যন্ত এই কানন বাসিনী হইয়া যোগিনীর বেশধারণ পূর্ব্বক মহাদেবের উপাসনা করিব।

দে। বৎসে কোন প্রাণে আমি তোমাকে যোগিণীর বেশ ধারণ করিতে দেখিব বাছা তুমি অতিশয় কোমল অন্তকরণা ছিলে এত নির্দ্দয়তা কখনই প্রকাশ কর নাই এক্ষণে কেন এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।

রা। বৎসে গৃহেতেও ত ভগবাণ পার্ব্বতীনাথের উপাসনা হইতে পারে তবে যোগিণীর বেশে কানন প্রদেশে থাকিবার প্রয়োজন কি?

মহা। পিতঃ যিনি আমার অদর্শনে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন আমি তাঁহার নিমিত্ত রাজ্য সম্পদ ও পরিত্যাগ করিতে পারিবনা? আর এই কি প্রণয়ের চিহ্ন যে তিন দিবস গত না হইতে হইতেই

পুনরায় রাজ্যসুখ ও সাংসারিক আমোদে আবৃত হইব, তবে আর ধনবান তনয়াকে কে পরিণয় প্রত্যাশা করিবে। আমি আপনাকে মিনতি করি ও চরণে ধরি আর আমায় বারম্বার অনুরোধ করিয়া অপরাধিনী করিবেন না।

দেবী। বৎসে তুমি না গমন করিলে আমরাও রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত কানন বাসিনী হইব, আমাদিগের রাজ্যে প্রয়োজন কি।

মহা। জননি। আমার জীবিত থাকা যদি আপনাদিগের শ্রেয় হয় তবে গৃহে গমন কর নতুবা এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

দেবী। বৎসে গর্ব্ভেতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে এত যন্ত্রনা দিবে ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না, মহারাজ? ভাল শিক্ষা পেলেম, জন্ম জন্মান্তরে কেহ যেন কন্যা প্রসব করে না হইারা পুত্রাপেক্ষা মায়াপাশ বিস্তার করিয়া অনায়াসে তাহা ছেদন করিতে পারে।

রাজা। কি কহিব বিধি বাম হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। রক্ষি মন্ত্রিকে গিয়া কহ অবিলম্বে এই স্থানে মহাশ্বেতার বাসোপযুক্ত আলয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এবং সৈন্যাধ্যক্ষকে গিয়া কহ এক সহস্র সৈন্য যেন নিয়তই এই বন রক্ষা করে।

প্রথ। মহারাজ যা আজ্ঞা করিলেন!

মহা। পিতঃ তপস্বিনীর আবার অট্টালিকায় প্রয়োজন কি। কানন বাসিনী কাঙ্গালিনীকে সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিবার কি আবশ্যক। অপনি কি আমার অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সকল কথা কহিতেছেন।

দে। হা বিধাতঃ অপত্য প্রতিপালনের কি এই প্রতিফল দর্শিল? (মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন)।

রাজা। বৎসে আর আমি তোমাকে কোন কথা কহিতে প্রত্যাশা করি না। বৎসে তরলিকে মা তুমি গৃহে গমন কর। তুমি বালিকা এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।

তর। মহারাজ যখন আমি অতি শৈশব তখন অপনি পিতার রাজ্য জয় করিয়া আমাকে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যদিও আমি চিরকালই রাজকুমারীর ন্যায় অবস্থান করিয়াছি এবং সেই কৃতজ্ঞতার কারণ আপনার কথা অগ্রে রক্ষা করা উচিত, কিন্তু যে সজনীকে কখনই আপন নয়নের অন্তরাল করি নাই এবং যিনি আমাকেও কখন স্বীয় দৃষ্টির বহির্ভূত করেন নাই আমি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবনা তাঁহার যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা, মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া

এদাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রাজা। রাজ্ঞি তুমি সচ্ছন্দে মুচ্ছার দ্বারা এই অপ্রকাশনীয় ক্লেশ পরিহার করিতেছ, আমিই কি কেবল এই শোকাবহ ব্যাপার দেখিয়া ক্লেশ ভোগ করিব এস আর কি হবে গৃহে গমন করি।

মে। মহারাজ। আর কি শরীরে শক্তি আছে যে গৃহে গমন করিব। আর গৃহে গিয়াই বা কি হবে।

রাগিণী বিলাস তাল আড়াঠেকা।

কেমন করিয়ে নাথ যাব মহাশ্বেতা ফেলে; কেমনে থাকিব গৃহে কুমারীকে মনে হলে। মায়ের যাতন, যত তোমারে জানাব কত, অন্তর ভিতরে নাথ নিয়ত উঠিছে জ্বলে।

ক্রমে ক্রমে রঙ্গভূমাচ্ছাদন পতিত হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

হে গ্রাহক মহোদয়গণ! মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের মিলন এবং কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের প্রণয় ইহার দ্বিতীয়খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, প্রস্তুত হইয়াছে, ছাপা হইতেছে অবিলম্বেই প্রকাশ হইবে ইতি।

শ্রীমণি মোহন সরকার।